শাহ্ সংবাদ

pdf By Syed Mostafa Sakib

শাহ্ গরীবুল্লাহ্ সংস্কৃতি মেলা ও প্রদর্শনী ১৯৮৯ স্মারক পত্রিকা

Our Sincerest Homage

to

POET SHAH SYED GARIBULLAH

TRIOTRADE INTERNATIONAL

13, SUNYAT SEN STREET

CALCUTTA – 700012

Phone : 26-7757, 26-9420

CABLE :—Motor Boat TELEX :—4434 Zeba

Customs Formalities Shipping Clearing
And Forwarding Agent.

pdf By Syed Mostafa Sakib

সবিনয় নিবেদন

মধ্যযুগের আরবী ফারসী প্রভাবিত বাংলা পুঁথিসাহিত্যের জনক কবি শাহ্ সৈয়দ গরীবুল্লাহ্ আজ থেকে আনুমানিক তিনশো বছর আগে বর্তমান হাওড়া জেলার জগৎবল্লভপুর থানার পাঁতিহাল অঞ্চল অন্তর্গত হাফেজপুর (তৎকালীন বরিহাটী) গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

দুঃখের বিষয় কবির ব্যক্তিজীবন ও কাব্যসৃষ্টি সম্পর্কে আজও আমরা যথাযথ অবহিত নই। সম্প্রতি বাংলাভাষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি গবেষণা সংস্থার পক্ষে ডঃ অশোক কুণ্ডু মহাশয়ের প্রেরণা ও স্থানীয় কিছু শাহ্ অনুরাগী মানুষের আন্তরিক প্রয়াসে শাহ্ গরীবুল্লাহ্ স্মৃতিরক্ষা সমিতি গঠিত হয়েছে। এবং সমিতির প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে এবার এই 'শাহ্ গরীবুল্লাহ্ সংস্কৃতি মেলা ও প্রদর্শনী' অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

শুধু স্থানীয় নয়, দূর-দূরান্তের মানুষও নানাভাবে এই উদ্‌যোগ-কে সফল করতে এগিয়ে এসেছেন। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সাংস্কৃতিক সংস্থা, পত্র-পত্রিকা ও তরুণ লেখক-লেখিকার অংশগ্রহণ নিঃসন্দেহে উৎসবের মর্যাদা ও আকর্ষণ বৃদ্ধি করেছে।

বৃহত্তর সমাজ ও সংস্কৃতির স্বার্থে শাহ্-র মতো মানবতাবাদী কবির জীবন ও সৃষ্টি জনসমক্ষে প্রচারিত হওয়া প্রয়োজন। উপরন্তু এই মেলা ও প্রদর্শনী কবির স্মৃতিরক্ষার পাশাপাশি স্থানীয় সাংস্কৃতিক জীবনে একটি নতুন মাত্রা যুক্ত করবে ব'লেই আমাদের বিশ্বাস।

স্মৃতিরক্ষা সমিতির পক্ষ থেকে আজ এই কথাটুকু নিবেদন ক'রে শাহ্ অনুরাগী ও সংস্কৃতিপ্রেমী সমস্ত মানুষকে এই উৎসবে সামিল হ'তে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

কাজী জাফর আমেদ
সভাপতি
শাহ্ গরীবুল্লাহ্ স্মৃতিরক্ষা সমিতি

হাফেজপুর মুন্সীরহাট হাওড়া
৪ঠা ফেব্রুয়ারী ১৯৮৯

pdf By Syed Mostafa Sakib

সরল দেব

রাষ্ট্রমন্ত্রী

জনশিক্ষা প্রসার (গ্রন্থাগার) বিভাগ

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

Saral Deb

MINISTER OF STATE IN-CHARGE

(LIBRARY SERVICE)

MASS EDUCATION EXTENTION DEPARTMENT

GOVT. OF WEST BENGAL

তাং—৩১শে জানুয়ারী, ১৯৮৯

Dated Calcutta,.....198 .

শাহ্ সৈয়দ গরীবুল্লাহ্, অষ্টাদশ শতাব্দীর আরবী-ফরাসী প্রভাবিত বাংলা ইসলামী পুঁথি সাহিত্যের আদি কবি হিসাবে পরিচিত হয়েছিলেন।

দেরীতে হলেও শাহ্ গরীবুল্লার স্মৃতিরক্ষা সমিতি কবির স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে আগামী ৪ঠা ও ৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৮৯ (দু'দিনব্যাপী) সংস্কৃতি মেলা ও প্রদর্শনীর আয়োজন করেছেন জেনে আমি আনন্দিত হয়েছি।

আয়োজিত সাহিত্য সভায় বিভিন্ন কবি, সাহিত্যিক ও গুণীজনের সমাগমে, আলোচনায় এবং বক্তৃতায় কবির কর্ম্মজীবনের বিভিন্ন দিকের ওপর আলোক-পাত ঘটবে, এই আশা রাখি।

উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ জানিয়ে কবির উদ্দেশে আয়োজিত অনুষ্ঠানগুলির সাফল্য কামনা করি।

স্বাঃ সরল দেব

৩১।১।৮৯

ড. অশোক কুণ্ডু,
শাহ্ গরীবুল্লাহ্ স্মৃতিরক্ষা সমিতি,
হাফেজপুর, মুন্সীরহাট,
হাওড়া।

শাহ্ সংবাদ

স্মারক পত্রিকা

শাহ্ গরীবুল্লাহ্ সংস্কৃতি মেলা ও প্রদর্শনী ১৯৮৯

বিষয় সূচী

কবির হস্তলিপি ☐ চার

কবির পূর্বপুরুষ ☐ ছয়

সম্পাদকীয় ☐ নয়

কালপুরুষ ☐ স্বপন নন্দী ☐ তেরো

হজরত শাহ্ গরীবুল্লাহ্ (রাঃ) : সংক্ষিপ্ত পরিচয়

অধ্যাপক সৈয়দ মইনুল হক ☐ পনেরো

দেওয়ানজী : ব্যক্তি ও কিম্বদন্তী ☐ সৈয়দ আব্দুস সুলতান ☐ উনিশ

সৈয়দ হামজা ☐ ড. অশোক কুণ্ডু ☐ পঁচিশ

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে ত্রয়ী :

শাহ্ গরীবুল্লাহ্, ভারতচন্দ্র ও সৈয়দ হামজা ☐ ড. মুহম্মদ আবু তালিব

☐ বত্রিশ

পরিশিষ্ট

শাহ্ গরীবুল্লাহ্ স্মৃতিরক্ষা সমিতি

কার্যনির্বাহী সমিতি, সাংস্কৃতিক উপসমিতি

অভ্যর্থনা সমিতি, প্রধান পৃষ্ঠপোষকবৃন্দ ও সদস্যবর্গ ☐ উনপঞ্চাশ

আলোকচিত্র

১. কবির হস্তলিপি

২. কবির মাজার শরীফ

শাহ্ গরীবুল্লাহ্ স্মৃতিরক্ষা সমিতির পক্ষে

সম্পাদনা ও প্রকাশনা :

মহম্মদ সাদিক

শাহ্ গরীবুল্লাহ্ স্মৃতিরক্ষা সমিতি

হাফেজপুর মুন্সীরহাট হাওড়া ৭১১৪১০

pdf By Syed Mostafa Sakib

কবির হস্তলিপি

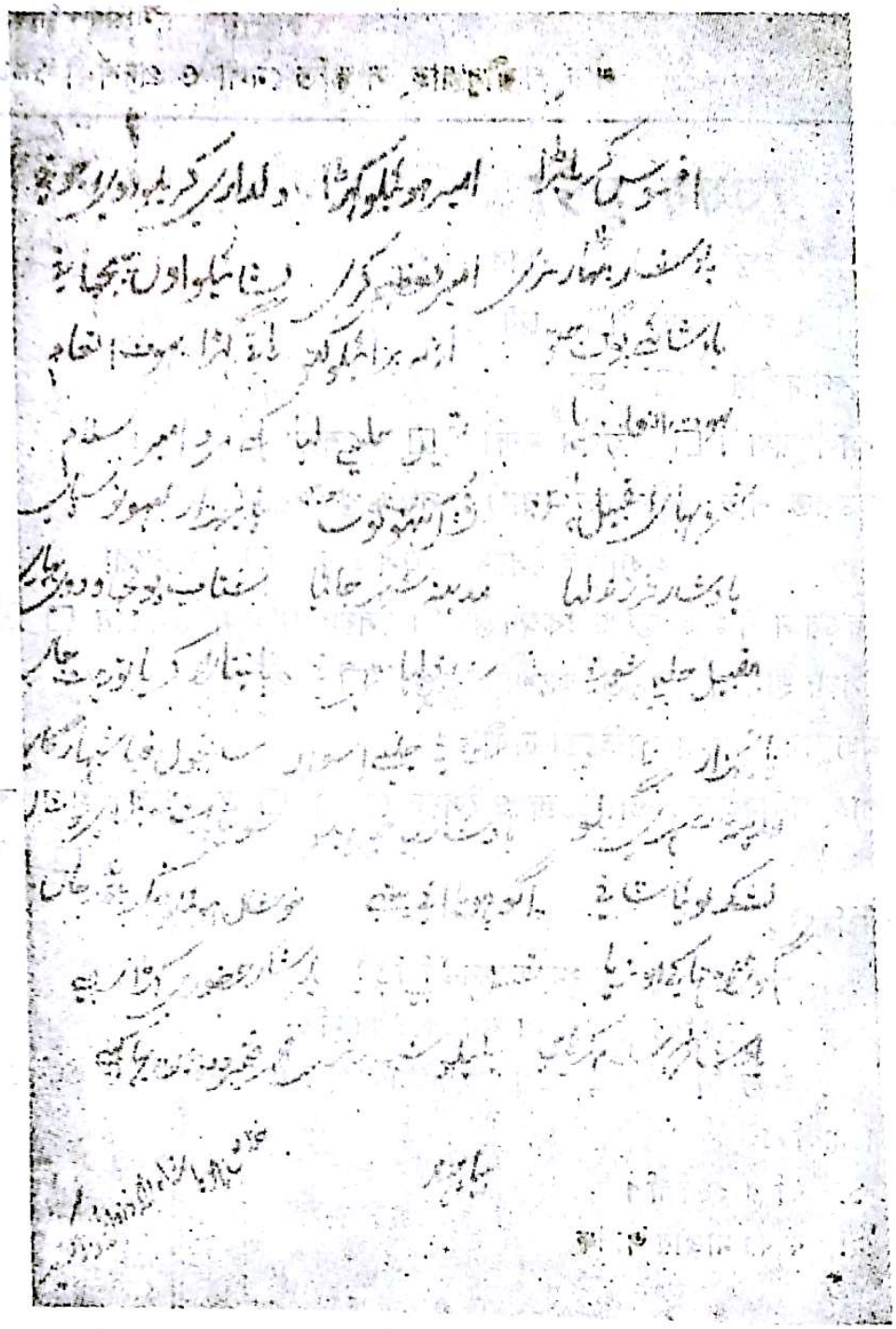

কবি শাহ্ সৈয়দ গরীবুল্লাহ্-র হস্তলিপি

আমীর হামজা (১ম খালাম) থেকে গৃহীত। উল্লেখ্য যে, গ্রন্থটি বাংলা-ভাষায় কিন্তু ফারসী হরফে লিখিত।

শাহ্ সংবাদ ' চার

pdf By Syed Mostafa Sakib

আফসোস করিয়া বড়া আমীর হইল খাড়া
দিলদারি করিল দুইজনে
বাদশার বেটার তরে আমীর তাজিম ক'রে
বসাইল উল বিছানে।
বাদশায়ে লোক যত আনিয়া ফেরাইল কত
হাতি, ঘোড়া বহুত এনআম।
বহুত এনআম দিয়া মোকাবিল যাইবে লিয়া
কহে মরদ আমীর এসলাম।
শোন ভাই মোকাবিল বাত লস্কর লহো তো সাথ
পাঁচ হাজার লহো তো সিপাই।
বাদশার ফরজন্দ লিয়া মদিনা শহর যাইয়া
শেতাব পঁহুছাও দুই ভাই।
মোকাবিল যাইবে শুনে সাথে লিয়া দুইজনে
পানি তালাস করিয়া ত্বরিত যায়।
পাঁচ হাজার তার সাথে চলে এসওয়ার
সানজুল কোবা সবার গায়।
মদিনা শহরে গেল বাদশারে খবর হইল
শুনিয়া বাদশাহ বড়ই খোশহাল।
লস্কর লইয়া সাথে আগু হইয়া আনে পথে
খোশহাল হইল দেখে বেটার হাল।
ঘোড়া থেকে উতারিয়া মোকাবিল হইবে যায়া
বাদশার হুজুরে খাড়া রহে।
বাদশাকে সালাম করি মিলিল সবার তরি
ফকির অধীন ইহা কহে।

খালাস হইয়া শাহজাদা আইল ঘরে। [পয়ার ছন্দ]

বাংলা লিপিতে রূপান্তর করেছেন মওলানা মোহাম্মদ আবুল হাসান।

pdf By Syed Mostafa Sakib

কবির পূর্বপুরুষ

হজরত মহম্মদ (সাঃ)

|

{ হজরত ফাতিমা (কন্যা)
{ সৈয়দ হজরত আলী (ঐ স্বামী)

|

সৈয়দ হজরত ইমাম হোসেন

সৈয়দ হজরত ইমাম হাসান

|

সৈয়দ হজরত ইমাম হাসান মোসান্না

|

সৈয়দ আবদুল্লাহিল মাহাজ

|

সৈয়দ আবদুল্লাহ্ সানি

|

সৈয়দ মুসা সালেস (জুন)

|

সৈয়দ মুসা সানি

|

সৈয়দ আবু মহম্মদ দাউদ

|

সৈয়দ মহম্মদ (রুহি)

|

সৈয়দ ইহাইয়া জাহেদ

|

সৈয়দ আবু আবদুল্লাহ্

|

সৈয়দ আবু সালেহ্ (মুসা জঙ্গি দোস্ত)

|

সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী (রাঃ)

↑

→

pdf By Syed Mostafa Sakib

সৈয়দ আব্দুর রজ্জাক [৫২০—৬০৩ হিজরী]

|

সৈয়দ আবু সালেহ্ নসর (ওরফে হাসান)

|

সৈয়দ জামালউদ্দিন

|

সৈয়দ মহম্মদ দাউদ

|

সৈয়দ জালালউদ্দিন

|

সৈয়দ বাহাউদ্দিন

|

সৈয়দ তাজউদ্দিন

|

সৈয়দ হজরত আজমোতুল্লাহ

|

কবি শাহ্ সৈয়দ গরীবুল্লাহ্
[আনুঃ ১৬৭০—১৭৭০খ্রীঃ]

সৈয়দ সবরুল্লাহ্

সৈয়দ আশেকউল্লাহ

সৈয়দ খয়রুল্লাহ্

সৈয়দ হাফেজা খাতন

☐ বংশলতিকাটি প্রস্তুত করা হয়েছে কবির বর্তমান বংশধরদের অন্যতম সৈয়দ আব্দুস সুলতান ও সৈয়দ জামালউদ্দিন-এর কাছে প্রাপ্ত পারিবারিক কুশিনামার ভিত্তিতে। এবং আংশিক সাহায্য নেওয়া হয়েছে দিল্লী থেকে প্রকাশিত ISLAMI DIGEST [Vol. 17, Fateha Eazdaham Number 1983] পত্রিকাটির। —সম্পাদক ☐

pdf By Syed Mostafa Sakib

যেমনটি চান আপনি ঠিক তেমন চা-ই নিন
কিনুন বিশুদ্ধ দার্জিলিং চা
দার্জিলিং-এর সুগন্ধ আর আসামের লিকার মিলিয়ে তৈরী
কাজীর চা
চা, মিল্ক পাউডার, বিস্কুট পাইকারী ও খুচরো বিক্রেতা
কাজী টী ষ্টোর্স
মুন্সীরহাট (বাজার), হাওড়া।

নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন
মা শীতলা বিল্ডার্স
শংকরহাটী।শিবতলা, মুন্সীরহাট, হাওড়া
বাড়ী তৈরীর জন্য আর চিন্তা নেই
ভালো জিনিস পেতে হ'লে চ'লে আসুন শীতলা বিল্ডার্স
ন্যায্য দামে সব রকম ইমারতী দ্রব্যের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান।
বিক্রেতা ঃ গোবিন্দচন্দ্র দে

সুন্দর হাতের লেখার জন্য
অফিস-আদালত ও স্কুল-কলেজে
আপনার ও আমার নির্ভরযোগ্য সাথী
ডটেক্স পেন ও রিফিলকে
সঙ্গী ক'রে নিন।
প্রস্তুতকারক
ডটেক্স ইণ্ডাষ্ট্রিজ
খড়দহ বামুনপাড়া, মুন্সীরহাট, হাওড়া ॥

pdf By Syed Mostafa Sakib

শাহ্ সংবাদ

'দেওয়ানজী' বললে এখানে প্রায় সকলেই তাঁকে চিনবেন। হয়তো কোনো সদ্য কিশোরও তর্জনী তুলে দেখিয়ে দেবে – হুই সেত্তা —দূরে কৌশিকী বা কান নদীর ধারে একদা বর্ধমান মহারাজের জনৈক দেওয়ানের সৌজন্যে নির্মিত তাঁর সমাধিগৃহটি। তবে শাহ্ সৈয়দ গরীবুল্লাহ্ বললে অনেকেই ঠিক বুঝতে পারবেন না। এরপর যদি বলা হয় কবি শাহ্ গরীবুল্লাহ্ তাহ'লে হয়তো কেউই আর চিনবেন না। অবশ্য কবির বংশধরদের মধ্যে কেউ কেউ হয়তো তখনও বুঝবেন, কিন্তু বুঝলেও চিন্তায় পড়বেন—ঠিক কার কথা বলা হ'চ্ছে। দেওয়ানজী সাহেব পুঁথি লিখতেন শোনা গ্যাছে, বংশ পরম্পরায় পাওয়া দু-একটি পাণ্ডুলিপিও ছিল, বা আছে এ্যাখনো, তা ব'লে কবি,.....কবি এখানে কী ক'রে হবে! কবি শাহ্ গরীবুল্লাহ্ বুঝি বিদেশেরই কেউ হবেন।

মাত্র কিছুদিন আগে পর্যন্ত কবি সম্পর্কে তাঁর জন্মস্থান হাফেজপুর বা আশ-পাশের মানুষের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ছিল অনেকটাই এরকম। শাহ্ সম্পর্কে প্রচলিত জনশ্রুতির মধ্যে আধ্যাত্ম সাধনায় সিদ্ধপুরুষরূপে তাঁর কিছু কেরামত্ বা অলৌকিক ক্রিয়ার কথা ছিল, ছিল না তাঁর কবিকর্মের উল্লেখ। জীবদ্দশায় তাঁর কিরকম কবিখ্যাতি ছিল জানা নেই, কিন্তু উত্তরকালে তিনি অনালোচিত র'য়ে গ্যাছেন। লোকে দেওয়ানজী পীরসাহেবকে মনে রাখলেও কবিকে মনে রাখেন নি আর।

জনশ্রুতি, সাহিত্যের ইতিহাস, সরকারী নথি ও পারিবারিক তথ্যাদির সূত্রে অনুমান করা যায় ১৬৭০ থেকে ১৭২০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তিনি বর্তমান ছিলেন। তাঁর পিতা শাহ্ সৈয়দ আজমোতুল্লাহ্

pdf By Syed Mostafa Sakib

ছিলেন খালিফা হজরত আলীর বংশধর যিনি দেশভ্রমণ ও ইসলামী আদর্শ প্রচারের টানে নানা দেশ ঘুরে অবশেষে এসেছিলেন পশ্চিমবঙ্গের এই হাফেজপুর গ্রামে। কবির জন্ম এখানেই—এই রাঢ় বঙ্গের মাটিতে। তিনি জন্মসূত্রে বাঙালী, রক্তের সূত্রে আরবী। স্বাভাবিকভাবেই এই দুই সংস্কৃতির প্রভাবে গ'ড়ে উঠেছিল তাঁর কবিমানস।

দিল্লীতে তখন মোঘল বাদশা। বাংলায় নবাবী আমল। দরবারী কাজে-কর্মে তখন আরবী-ফারসী বহুল ব্যবহৃত। ইসলামী বাংলা সাহিত্য উদ্ভবের পক্ষে সে ছিল অনুকূল সময়। ওদিকে চট্টগ্রামের রাজদরবারে দৌলত কাজী-আলওয়ালের হাতে ইসলামী বাংলা সাহিত্যের সূচনা হ'চ্ছে। এখানে পশ্চিমবঙ্গে ভুরশুট—মান্দারণের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে রয়েছে সাহিত্য, শিল্প ও দর্শনের একটি গৌরবময় ঐতিহ্য। শাহ্-র সামনে দেশ-কাল ছিল এরকম। এখানে ইসলামী বাংলা সাহিত্য য্যানো শাহ্-র মতো দুই সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী কোনো ব্যক্তিত্বের জন্যই প্রতীক্ষায় ছিল।

চিরকালই ধর্ম, বা যে কোনো মতাদর্শ, আত্মপ্রচারের জন্য শিল্প-সাহিত্যকে মাধ্যম ক'রে এসেছে। এদেশে সাধারণ মানুষের কাছে ধর্মীয় শিক্ষা পৌঁছে দিতে হ'লে পুঁথি পাঁচালী ও লোককাহিনীর মাধ্যমে ধর্মতত্ত্ব ও ধর্মাচারকে লোকসংস্কৃতির অঙ্গীভূত করা প্রয়োজন। এই উপলব্ধি থেকেই মুসলিম সাধক বা ধর্মগুরুরা অনেকেই সাহিত্যচর্চা করেছেন বা সাহিত্যচর্চাকে উৎসাহিত ক'রে এসেছেন। একথা নিঃসংশয়েই বলা যায় তরুণ শাহ্-র মধ্যে কবিত্বের প্রকাশ দেখে তাঁর জ্ঞানী পিতা শাহ্ হুন্দি কোরেশী তাঁকে কাব্যচর্চায় উৎসাহিত করেছিলেন।

ভুরশুট-মান্দারণে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে পশ্চিমবঙ্গে ইসলামী বাংলা সাহিত্যের যে উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছিল শাহ্ গরীবুল্লাহ্ তার অন্যতম প্রধান ও প্রথম উল্লেখযোগ্য কবি এবং সে অর্থে এই ধারার

pdf By Syed Mostafa Sakib

আদি কবি। শাহ্ সম্বন্ধে আর একটি কথা, এবং বড়ো কথা, এই যে শাহ্ শুধু একজন কবি মাত্র নন, তিনি একটি প্রতিষ্ঠান বিশেষ। তাঁকে ঘিরে একদল কবির উদ্ভব হয়েছিল যাঁদের মধ্যে হামজার মতো শক্তিমান কবি ছাড়াও অনেক অখ্যাত বা স্বল্পখ্যাত কবিও ছিলেন।

ইতিহাস সকলকে মনে রাখেনা, আর জনসাধারণ বড়ো ভুলোমনা। অথচ শাহ কিংবা হামজা সাধারণের ভিড়ে হারিয়ে যাবার মতো কবি ছিলেন না। তবু পরবর্তীকালে তাঁদের মতো উল্লেখযোগ্য কবিও যে রসিকজনের দৃষ্টির অন্তরালে চ'লে গ্যালেন তার অন্যতম কারণ বাংলা সাহিত্যের মূল প্রবাহে ততদিনে সংস্কৃত সাহিত্য ও ভাষারীতির জোয়ার এসে লেগেছে। এবং ইসলামী বাংলা সাহিত্য ও এই ধারার শক্তিমান কবিরাও ধীরে ধীরে কখন ইতিহাসের পাতায় চ'লে গ্যাছেন।

বিবর্তনের পথে নদীর মতো বাঁক ফিরিয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য আজ যে রূপ-রীতি ও স্বভাব পেয়েছে তার মূলে আছে যুগে যুগে বিভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতির প্রভাব। আমাদের ভাষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক গবেষণায় ইসলামী সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রভাবের একথা আসবে এবং অবধারিতভাবে শাহ্ ও হামজার মতো কবিরাও সেখানে আসবেন। সাহিত্য ও সমাজতত্ত্বের ছাত্রের কাছে শাহ্-চর্চার গুরুত্ব এখানেই।

অন্যদিকে স্থানীয় মানুষের কাছে আজ শাহ্ জীবনের একটি দিক নতুন করে উন্মোচিত হলো। আমাদের জানা ছিল তিনি একজন পীর, জানা ছিল না তিনি একজন কবিও। শুধু আধ্যাত্ম রসের নয়, তিনি জীবনরসেরও রসিক। মৃত্যুর দুশো বছর পর আজ শাহ্কে তাঁর পূর্ণ পরিচয়ে গ্রহণ করতে গিয়ে মনে হচ্ছে আমাদের সংস্কৃতিচর্চার একটা বড়ো অংশ জুড়ে আছে অতীতচারিতা। মনীষীদের জীবন ও কর্মের আলোচনায় আমরা বারম্বার নিজেদের সমৃদ্ধ করি। এ ন্যানো অতীতের আলোয় নিজেদের আলোকিত করা।

pdf By Syed Mostafa Sakib

স্মৃতিরক্ষা সমিতির উদ্‌যোগে কবির নামে মেলা, প্রদর্শনী প্রভৃতির এই যে আয়োজন এর সামাজিক তাৎপর্য হ'লো অতীতের সাথে বর্তমানের মেলবন্ধন। অতীতের পৃষ্ঠা খুলে আজ দ্যাখা গ্যালো আমরা এক গৌরবময় ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী, আমাদের একটি চমৎকার অতীত ছিল। ভূরশুট-মান্দারণের এই ভূমি, রাঢ় বঙ্গের এই মাটি—এই প্রিয় মাটিকে আজ আর অনুর্বর মনে হ'চ্ছে না। এই মূল্যবান অনুভব এই মুহূর্তে আমাদের শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি।

:———:

□ কৃতজ্ঞতা □

ব্রাহ্মণপাড়া চিন্তামণি ইন্‌স্টিটিউশন কর্তৃপক্ষ

স্মারক পত্রিকায় বিজ্ঞাপনদাতা প্রতিষ্ঠান

মেলা ও প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান

সাংস্কৃতিক সংস্থা ও পত্র-পত্রিকা

এবং

সংস্কৃতিপ্রেমী সমস্ত মানুষ যাঁরা নানাভাবে এই উদ্‌যোগকে সফল করতে এগিয়ে এসেছেন তাঁদের সকলের প্রতি শাহ্‌ গরীবুল্লাহ্‌ স্মৃতিরক্ষা সমিতি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

pdf By Syed Mostafa Sakib

কালপুরুষ

(শাহ্ গরীবুল্লাহ্-র প্রতি)

স্বপন নন্দী

জেগে উঠেছিল কিম্বদন্তী
পুরানের অমল কথন ইতিহাসের সংশয় ভাঙা ঐতিহ্যে
অন্বেষণ যোগ্য ছিল
গভীরের ডুব দিলে সমুদ্রও সমস্ত পোষাক খুলে রাখে,
অকাতরে দিতে পারে মুক্তোর সততা
নির্বাসনে পা বাড়ায়
সুনীল সৌম্যতায় হয় শ্রী
কবিরা শিল্পের অনুধ্যানে মানুষ চেনেন।

তুমি তেমনই তীরন্দাজ স্থির লক্ষ্যে অবিচল সত্তা
বিদ্ধ হয়েছে সময়
সংকট অতিক্রম ক'রে মানুষের জন্যে মানুষ
মানুষের জন্য শিল্প
এই দায়বদ্ধতায় এই সুর্যতায় এই অভিজ্ঞানে
তুমি কবি।
এক সূর্যাস্ত পেরিয়ে অন্য সকাল
প্রতিশ্রুতির দীপ্র আবীরে রাঙাও পথ ও প্রান্তর
তুমি অশ্বমেধের ঘোড়া
তুমি কবি।

pdf By Syed Mostafa Sakib

With best Compliments from

M/S LUCKY FISH CO

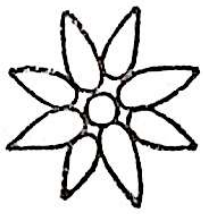

H. I. T. FISH MARKET

I. C BOSE ROAD

HOWRAH-1

pdf By Syed Mostafa Sakib

হজরত শাহ্ গরীবুল্লাহ্ (রাঃ) ঃ সংক্ষিপ্ত পরিচয়

অধ্যাপক সৈয়দ মইনুল হক

শাহ্ গরীবুল্লাহ্ (রাঃ)-র কর্মজীন ও কবিমানস সম্পর্কে উপলব্ধি করতে হ'লে আরবদের ভারত আগমন এবং আরব সংস্কৃতির সাথে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির যোগসূত্রটি বুঝতে হবে।

প্রাচীন কাল থেকেই ভারতের সাথে আরবদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। ইসলামের আবির্ভাবের পর সেই সম্পর্কের সাথে যুক্ত হয়েছিল ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ভাবধারা।

খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী (৭৫০—১২৫০) পর্যন্ত ইসলামের ইতিহাসে চলছিল আব্বাসীয় যুগ যাকে ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতির স্বর্ণযুগ বলা হ'য়ে থাকে। এই যুগে বগদাদ শহরকে কেন্দ্র ক'রে জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য, ধর্ম ও দর্শনচর্চার একটি পীঠস্থান গ'ড়ে ওঠে এবং ইসলামী সংস্কৃতি তার চূড়ান্ত পর্যায়ে উন্নীত হয়। এই সময় ভারতীয় সভ্যতা, ধর্ম ও দর্শন সম্পর্কে আরব মনীষীদের মধ্যে যথেষ্ট আগ্রহ দেখা যায়। ইতিহাসে পাওয়া যায় ইসলামের আবির্ভাবের পরে সর্বপ্রথম দক্ষিণ ভারতে হিন্দুদের সংস্পর্শে আসেন মালিক বিন দিনার নামে হজরত মহম্মদ (দঃ)-র এক সহচর। আরব মনীষীরা ভারতীয় বৌদ্ধ ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের সংস্পর্শেও আসেন এবং ক্রমশ সে যোগাযোগ ঘনিষ্টতা লাভ করে।

৭১২ খ্রীষ্টাব্দে মূলতান বিজয়ের পর যে সব আরব মুসলীমরা এদেশে আসেন তাঁদের মধ্যে অনেকে স্থায়িভাবে বসবাসও শুরু করেন। এই সময় থেকে বহু ঐতিহাসিক, ভূগোলবিদ, বণিক প্রভৃতির আগমনের সূত্রে ভারতীয় ভাবধারার সাথে আরবীয় চিন্তা-ধারার মেলবন্ধন ঘটে। মানুষের সংস্কৃতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনায় দেশ-কালের কোনো গণ্ডী নেই, বিশ্বামানবের সাথে ভ্রাতৃত্ববোধই সেই সাধনার লক্ষ্য—এই সত্যই সেদিন প্রমাণিত হয়েছিল।

pdf By Syed Mostafa Sakib

যেসব মনীষীরা সেইদিন ভারতবর্ষে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে একদল ছিলেন সুফী সম্প্রদায়ের মানুষ। এঁরা মিস্টিক বা মর্মবাদী ব'লে অভিহিত। সুফিবাদের মূলকথা বিখ্যাত ইমাম গজ্জালী (রাঃ) -র মতে খোদার সাথে অনুক্ষণ বাস করা এবং মানুষের সাথে শান্তিতে বসবাস করা। যে মানুষের প্রতি সুব্যবহার করে এবং মানুষকে ভালবাসে সে-ই প্রকৃত সুফী। বলা বাহুল্য এই সুফীবাদ ভারতীয় দর্শন ও জীবনের উপর ঐ সময়ে একটি বিশেষ প্রভাব ফেলেছিল।

কবি শাহ্ সৈয়দ গরীবুল্লাহ জন্মসূত্রে এই সুফী ভাবাদর্শের উত্তরাধিকারী ছিলেন। তাঁর পিতা শাহ্ সৈয়দ আজমোতুল্লাহ ছিলেন একজন উচ্চস্তরের সুফী সাধক যাঁর জন্ম এবং বাল্যশিক্ষা বাগদাদ শহরে। বহির্জগৎকে জানার তীব্র আগ্রহে তরুণ বয়সেই এই সাধক মানুষটি দেশভ্রমণে বেরিয়ে পড়েছিলেন। প্রথমে কেরমান শহর, পরে সেখান থেকে ভারতবর্ষের বর্তমান ফুলওয়ার শরীফ এবং আরও পরে বর্দ্ধমান জেলার খোসটিকারিতে আসেন। অবশেষে বর্তমান হাওড়া জেলার হাফেজপুর গ্রামে উপস্থিত হন। স্থানীয় মানুষের কাছে ক্রমে তিনি ফুলওয়ারী শাহ্ ওরফে শাহ্ দুন্দি নামে পরিচিত।

শাহ দুন্দির আগমনের পূর্বে হাফেজপুরে আর একজন সুফী সাধক মোল্লা মখদুম সাহেব, যিনি হজরত ওমর রাঃ-এর বংশধর ব'লে কথিত স্থায়িভাবে বাস করতেন। তিনি এই নবাগত সাধক যুবকের সাথে আপন কন্যার বিবাহ দেন। ফলে সেই সময় থেকে শাহ্ দুন্দি হাফেজপুর গ্রামের স্থায়ী অধিবাসী হয়ে ওঠেন।

কালক্রমে শাহ দুন্দি চার পুত্র ও এক কন্যার জনক হলেন। তাঁর পুত্ররা—যথাক্রমে (১) শাহ্ সৈয়দ গরীবুল্লাহ (২) শাহ্ সৈয়দ সবরুল্লাহ (৩) শাহ্ সৈয়দ আশেকউল্লাহ এবং (৪) শাহ্ সৈয়দ খয়রুল্লাহ্। কন্যার আসল নাম অজ্ঞাত। তবে শোনা যায় অসাধারণ মেধার অধিকারিণী এই কন্যাটি মাত্র সাত বছর বয়সে সমগ্র

pdf By Syed Mostafa Sakib

কোরআন শরীফ কণ্ঠস্থ ক'রে 'হাফেজা' হয়েছিলেন, এবং মাত্র সাত বছর বয়সেই তাঁর মৃত্যু হ'লে তাঁর 'হাফেজা' নামানুসারেই এই গ্রামের নাম হয় হাফেজপুর।

শাহ্ দুন্দির তৃতীয় পুত্র শাহ্ সৈয়দ আশেকউল্লাহ্ কোনো কারণে দিল্লী যাত্রা ক'রে সেখানকার অধিবাসী হ'য়ে যান। অন্য পুত্ররা এখানেই ছিলেন, এবং এই গ্রামে তাঁদের সমাধি রয়েছে।

শাহ্ গরীবুল্লাহ্ (রাঃ)-র বাল্যজীবন সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য না পাওয়া গেলেও জ্যেষ্ঠ সন্তান হিসাবে পিতার যত্নে তাঁর বাল্যশিক্ষা হয়েছিল এটা সহজেই অনুমান করা যায়। শাহ্ দুন্দি (রাঃ) সমাজের কল্যাণার্থে মানুষকে শিক্ষিত ক'রে তোলার উদ্দেশ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্রকে পুঁথিসাহিত্য রচনার নির্দেশ দেন। পিতার কাছে প্রেরণা পেয়েই শাহ্ গরীবুল্লাহ্ পুঁথি রচনায় মনোনিবেশ করেন এবং আমীর হামজা (১ম খঃ) রচনা করেন। এই পুঁথির বৈশিষ্ট্য এই যে এর ভাষা বাংলা হলেও লিপি কিন্তু ফার্সী। এর কারণ সম্ভবতঃ কবি দেবনাগরী অক্ষর জানতেন না অথবা সম-সাময়িক কালে জনসাধারণ ফার্সী লিপিতে বাংলা লেখা পছন্দ করতেন। 'আমীর হামজা' পুঁথিতে কবি এভাবে আত্ম-পরিচয় দিয়েছেন—

" আল্লার ফকির শাহ্ গরীবুল্লাহ্ নাম
বালিয়া হাফেজপুর যাহার মোকাম।
আছিল রওশান দিল শায়েরী জবান
যাহার মদত করে গাজী বড়া খান ॥ "

কথিত আছে আমীর হামজা (১ম খঃ) রচনা ক'রে তিনি তাঁর অনুগত শিষ্য সৈয়দ হামজাকে দেন এবং হামজা 'আমীর হামজার' ২য় খণ্ডটি রচনা করেন। শাহ্ গরীবুল্লাহ্ আরও কতকগুলি পুঁথি রচনা করেছিলেন বলে জানা গেছে—যেমন জঙ্গনামা, ইউসুফ জোলায়খা ইত্যাদি।

শাহ্ গরীবুল্লাহ্ সাধারণ মানুষের কাছে দেওয়ানজী নামে পরিচিত ছিলেন। দেওয়ানজী নামে অভিহিত হওয়ার কারণটি অবশ্য

pdf By Syed Mostafa Sakib

অজ্ঞাত। দেওয়ান শব্দের আরবী অর্থ গ্রন্থাগার, রেজিষ্ট্রি বই, অফিস, বিচারালয় ইত্যাদি। শাহ্ কোন্ পেশাকে গ্রহণ করেছিলেন যে সম্বন্ধে কোনো লিপিবদ্ধ তথ্য নেই। তবে তিনি পড়াশুনা ভালবাসতেন, পুঁথি রচনা করতেন হয়তো সেজন্যই তাঁকে দেওয়ান বলা হ'তো। তাঁর ক'ছে তত্ত্বকথা ধর্মীয় কাহিনী ও উপদেশ শোনার জন্য তাঁর দরবারে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের যেসব মানুষ আসতেন সম্ভবত তাঁরাই তাঁদের প্রিয় ও শ্রদ্ধেয় কবিকে দেওয়'নজী ব'লে সম্বোধন করতেন।

পূর্বপুরুষদের মতে শাহ্ সৈয়দ গরীবুল্লাহ্ ১১ই কার্ত্তিক শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। নাইকুলী গ্রামে কানা দামোদর নদীর গায়ে তাঁর মাজার (সমাধি) প্রাঙ্গণে আজও প্রতি বছর ১১ই কার্ত্তিক বহু মানুষের সমাবেশ ঘটে, ধর্ম-সম্প্রদায় নির্বিশেষে মানুষ তাঁর আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন ক'রে থাকেন।

যুগান্তকারী ও শ্রেষ্ঠ আওয়াজের
বাজী প্রস্তুতকারক

ফকির ফায়ার ওয়ার্কস

পোঃ—রামেশ্বরপুর
২৪ পরগনা (দঃ)

pdf By Syed Mostafa Sakib

দেওয়ানজী ঃ ব্যক্তি ও কিম্বদন্তী

সৈয়দ আব্দুস সুলতান

শাহ্ গরীবুল্লাহ্‌কে আমরা দেওয়ানজী নামে আধ্যাত্ম-সাধনায় সিদ্ধপুরুষ ব'লে জানি। লোকে দেওয়ানজী পীরকে আজও ভক্তি করে, শ্রদ্ধা করে। কিন্তু এ তাঁর সম্পূর্ণ পরিচয় নয়। তাঁর জীবনে আধ্যাত্ম-সাধনার সাথে যুক্ত হয়েছিল সাহিত্য সাধনা। তিনি দুই ধারারই রসিক ছিলেন। কারণ সৃষ্টিকে বাদ দিয়ে স্রষ্টাকে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। ইসলামে বৈরাগ্যের স্থান নেই—'লা রোহবানিয়াতা ফিল ইসলাম' (আল কোরান)। আল্লাহ্‌কে ভালবাসতে গেলে আল্লাহ্-র সৃষ্টি— অর্থাৎ জগৎকে, সংসারকে ভালবাসতে হবে; তবেই সাধনার সম্পূর্ণতা। শাহ্ গরীবুল্লাহ্-র জীবন ও কর্মের মধ্যে আমরা এই বাণীরই প্রকাশ দেখি।

শাহ্-র পিতা শাহ্ সৈয়দ আজমোতুল্লাহ্ ওরফে শাহ্ ফুল-ওয়ারী ওরফে শাহ্ হুন্দি কোরেশী (রঃ) ছিলেন হজরত আলী (রাঃ)-র বংশধর। সুদূর আরবের বোগদাদ থেকে তিনি প্রথমে আসেন বিহারের ফুলওয়ার শরীফে। কয়েক বছর পর তাঁর পীর বা গুরুর আদেশে আবার ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লেন। জন-শ্রুতি আছে বিভিন্ন স্থান ঘুরে অবশেষে মাত্র আধ হাত দৈর্ঘের একটি কিস্তি (নৌকা)-তে পা রেখে দামোদরের শাখানদী কানা দামোদরের জলপথে বর্তমান হাফেজপুর গ্রামে এসে পৌঁছান। তাঁর এই আগমনকে পরবর্তী কবিরা এইভাবে বর্ণনা করেছেন —

ফুলওয়ারী পীরের আমি প্রশংসা করিতে নারি
কমিনা খাদেম আমি হুজুরেরই আওলাদেরি
ছিলেন হুজুর কেরমানেতে মুসলিমগণে শিক্ষা দিতে
আসিলেন ফুলওয়ারে আজ্ঞা হতে খাজা পীরি।
খেজের পীরের আজ্ঞা হতে পেলেন কিস্তি হজরতে
অর্দ্ধ হস্ত কিস্তি পরে একখানি চরণ ধ'রে

pdf By Syed Mostafa Sakib

আসিলেন হাফেজপুরে।

এমন গুণের কিস্তি কী কব তাহার উক্তি

রোগী পায় রোগে মুক্তি আছে তায় রহমত জারি ।

শাহ্ হুন্দি কোরেশী যখন এখানে আসেন তখন বালিয়া পরগনাভুক্ত বর্তমান হাফেজপুরের পশ্চিম অংশের নাম ছিল বরিহাটী। বরিহাটীর পূর্ব প্রান্তে বাস করতেন আর এক সুফী সাধক সৈয়দ মকদুম সাহেব যিনি সাধারণভাবে মোল্লাজী নামে পরিচিত। কথিত আছে মোল্লাজী কাশ্ফ (মৌন সাধনার একটি উঁচু স্তর)-এ থাকাকালীন অবস্থায় বুঝতে পারেন গ্রামের অপর প্রান্তে এক তরুণ সাধক এসেছেন। পরবর্তীকালে এই নবাগতের সাথে তিনি কন্যার বিবাহ দেন। এবং শাহ্ হুন্দি কোরেশী (রঃ) বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হয়ে এখানকার স্থায়ী অধিবাসী হ'য়ে ওঠেন।

শাহ্ হুন্দি কোরেশীর জ্যেষ্ঠ সন্তান শাহ্ সৈয়দ গরীবুল্লাহ্-র জন্ম এই হাফেজপুরে—২৪শে ভাদ্র সুবেহ সাদেকের সময় (উষা লগ্নে)। তাঁর শৈশব সম্বন্ধে বিস্তারিত জানা না থাকলেও শোনা যায় অল্প বয়সেই তিনি মুখে মুখে শায়ের রচনা ক'রে মানুষকে মুগ্ধ করতেন। পরে পিতার কাছে প্রেরণা পেয়ে পুঁথি রচনায় হাত দেন। সে সময় রামায়ণ মহাভারতের গল্প, বিভিন্ন দেবদেবীর মহাত্মকাহিনী জনসাধারণের খুব প্রিয় ছিল। পাশাপাশি মুসলিম ধর্মগুরুরা ইসলামী ইতিহাসের নানা যুদ্ধজয়ের কথা, পীর-আওলিয়াদের জীবনের অলৌকিক কাহিনী ও ধর্মতত্ত্বকে সহজ-সরল ভাষায় সাধারণের উপযোগী ক'রে প্রকাশ করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন। সম্ভবত এই কারণেই শাহ্ তাঁর পিতার কাছ থেকে পুঁথিসাহিত্য রচনার প্রেরণা বা নির্দেশ পেয়েছিলেন।

শাহ্-র সাহিত্যজীবন সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্য আমাদের হাতে নেই। তবে এ পর্যন্ত তাঁর পাঁচটি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গেছে—জঙ্গনামা, সোনাভান, ইউসুফ জোলায়খা, সত্যপীরের পুঁথি ও আমীর হামজা (১ম পর্ব)। কবির নিজের হাতের লেখা 'আমীর হামজা'র

pdf By Syed Mostafa Sakib

পাণ্ডুলিপিটি আজও বংশধরদের কাছে রয়েছে।

বংশ পরম্পরা সূত্রে জানা যায় কবি ছিলেন সুপুরুষ, উন্নত ও বলিষ্ঠ দেহের অধিকারী। পোষাক পরিচ্ছদে প্রায় খাঁটি আরবীয় হ'লেও স্থানীয় মানুষের মতো খড়ম (কাটের পাদুকা) ব্যবহার করতেন। অধিকাংশ সুফী সাধকের মতোই তিনি ছিলেন নির্জনতা-প্রিয় মানুষ। নাইকুলী গ্রামে কানা নদীর ধারে নির্জনে তাঁর খান্‌কা ছিল যেখানে তিনি অধ্যাত্ম সাধনার পাশাপাশি সাহিত্য সাধনাও করতেন। এই খান্‌কায় কবির শিষ্য ও অনুরাগীদের সমাগম হ'তো কবি স্বয়ং ধর্মালোচনা এবং কাব্যপাঠেও অংশ নিতেন। সাধারণ মানুষ ধর্মকথার পাশাপাশি সাহিত্যরসেরও আস্বাদ পেতেন। এ প্রসঙ্গে শিষ্যদের মুখে কবি সম্পর্কে এরকম প্রশংসা ব্যক্ত হয়েছে—

কেমনে কবির তারিফ ইয়া হজরত গরীবুল্লাহ্‌
তুমি যে আল্লার ওলি আমি তোমার চরণধূলি
চরণ থেকে ক'রোনা খালি ইয়া হজরত গরীবুল্লাহ্‌
তব পীরের আজ্ঞা পেয়ে লেখেন পুঁথি হজরত
সে পুঁথি পাইয়া সবে আনন্দিত হয়ে তবে
ধন্য ধন্য করে তাঁরে ॥

অন্যান্য ওলি-আওলিয়াদের ক্ষেত্রে যেমন হয়ে থাকে শাহ্‌-র শিষ্য ও অনুরাগীরাও তেমন বিপদে-আপদে অসুখ-বিসুখে তাঁর শরণাপন্ন হতেন। ভক্তবৎসল ও পরোপকারী হিসাবে তাঁর খ্যাতি ছিল। মৃত্যুর দু'শো বছর পর আজো স্থানীয় লোকজনের কাছে 'বাবা দেওয়ানজী' বিপদে-আপদে মুসকিল আসানের মতো। আজো অনেক লোক তাঁদের নতুন ফসল কিংবা গরুর দুধ দেওয়ানজীর উদ্দেশে উৎসর্গ ক'রে তারপর নিজেরা ভোগ করেন।

শাহ্‌ গরীবুল্লাহ্‌-র আধ্যাত্মজীবন বা সাধক ভাবমূর্তিকে ঘিরে কিছু কিম্বদন্তী রয়েছে। যেমন—হাফেজপুর থেকে নাইকুলী গ্রামে তাঁর খান্‌কায় যাবার পথে কানা দামোদরের ওপর তখন আজকের মতো পাকা সেতু ছিলনা। বর্ষাকালে অনেক সময় বাঁশের পুল

pdf By Syed Mostafa Sakib

বানের জলে ভেসে যেত। শোনা যায় এরকম দিনে কারো কারো চোখে পড়েছে বাবা দেওয়ানজীর জলের ওপর দিয়ে হেঁটে নদী পার হচ্ছেন।

তাঁর এন্তেকাল বা মৃত্যুকে ঘিরেও একটি কিম্বদন্তী আছে। তাঁর মৃত্যু হয়েছিল মঙ্গলবার। সে খবর শুনে নদীতে স্নানরতা এক বৃদ্ধা নাকি বিস্মিত হ'য়ে বলেছিলেন- মঙ্গলবারে এমন মহাপুরুষের মৃত্যু কেন হবে! সদ্য প্রয়াত পীর সাহেব তা শুনে পুত্র ও অনুরাগীদের নির্দেশ দেন যেন শুক্রবারেই তাঁর কাফন-দাফন (শেষকৃত্য) করা হয়। আর বলেছিলেন ঐ বৃদ্ধাকে জানিয়ে দিতে যে, শুক্রবার পর্যন্ত তিনি জীবিতই আছেন। লোকমুখে ছড়িয়ে থাকা এরকম আরও কিছু কিম্বদন্তীর কথা প্রায় শোনা যায়।

জীবদ্দশায় লোকালয় থেকে দূরে কানা নদীর ধারে যেখানে তাঁর সাধনার স্থল বা খান্‌কা ছিল মৃত্যুর পর শেষ ইচ্ছানুযায়ী ঠিক সেখানেই তাঁর সমাধি হয়। এখন যে সমাধিসৌধটি দেখা যায় তা বর্ধমান মহারাজের জনৈক দেওয়ানের সৌজন্যে সম্ভবত ১৯ শতকের মাঝামাঝি তৈরী। প্রবাদ আছে ঐ দেওয়ান কোন এক সময় একটি দেওয়ানী মামলার কাজে যাচ্ছিলেন। পথের অদূরে কবির সমাধিটি নজরে পড়লে তিনি মানত করেন যে, তাঁর কার্যসিদ্ধি হ'লে তিনি ওখানে একটি সমাধিসৌধ গ'ড়ে দেবেন। শোনা যায় অতঃপর মামলা জিতে তিনি প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন এবং সমাধি সংলগ্ন বেশ কিছু জমি নিষ্কর ক'রে দেন। কবির সমাধিগৃহের হিন্দু স্থাপত্য রীতির মধ্যে প্রবাদটির সমর্থনও পাওয়া যায়। প্রসঙ্গত বলা যায় অনেকের মতে কবির সমাধিগৃহটি 'দেওয়ানের' তৈরী ব'লে ক্রমে অনেকেই শাহ্‌কে 'দেওয়ানজী' নামে সম্বোধন করতে শুরু করেন। এবং পরবর্তীকালে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলের কাছেই তিনি 'বাবা দেওয়ানজী' নামে পরিচিত হ'য়ে ওঠেন।

প্রতি বছর ১১ই কার্তিক কবির মৃত্যুদিবসে তার মাজার প্রাঙ্গণে ইসালে সওয়াব অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে হিন্দু, মুসলমান—

pdf By Syed Mostafa Sakib

উভয় সম্প্রদায়ের লোক সমবেত হন। তাঁরা কবির প্রতি শ্রদ্ধা জানান, অনেকে মাজার জিয়ারত (পরিদর্শন) করেন, কেউ-বা 'বাবা দেওয়ানজী'র কাছে তাঁর মনস্কামনা জানান।

স্থানীয় মানুষ হয়তো কবি শাহ্ গরীবুল্লাহ্‌কে চেনেন না, কিন্তু এই ভাবে স্থানীয় লোকাচারের মধ্য দিয়ে 'বাবা দেওয়ানজী আজও তাঁদের কাছে অমর হ'য়ে আছেন।

কি খুঁজছেন ? ★ অটো পার্টস !

আর হাওড়া-কলকাতা নয়

এবার মুন্সীরহাটেই

সায়েন্টেফিক অটো সেন্টার

মুন্সীরহাট বাজার, হাওড়া

সকল প্রকার মোটর সাইকেল, অটো রিক্সা ও স্কুটার ইত্যাদির পার্টস্ বিক্রয় করা হয়।

শুভেচ্ছাসহ—

এস, কে, আলিফ হোসেন

বি. কম., এম. এ (পাঠরত)

লাইসেন্স প্রাপ্ত অভিজ্ঞ ডিড রাইটার রেজিষ্টার্ড সার্ভেয়ার ও সেটেল্‌মেন্ট কার্য্য সমাপক

যোগাযোগ : "সেরেস্তা সংযুক্তা"

বড়গাছিয়া সাব রেজেস্ট্রী অফিস

পোঃ—বড়গাছিয়া, জেলা—হাওড়া।

pdf By Syed Mostafa Sakib

কবি শাহ্ সৈয়দ গরীবুল্লাহ্-র প্রতি
আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলী
নবগ্রন্থ কুটির

বাংলা নাট্য সাহিত্য
প্রচার এবং প্রসারের জন্যই
আমাদের
আন্তরিক প্রয়াস—

নবগ্রন্থ কুটির
৫৪/৫ এ, কলেজ স্ট্রীট
কোলকাতা—৭০০০৭৩

NEW DIAMOND TEA
TEA MERCHANT
132, C. G. R. ROAD, CALCUTTA-700023

সাম্মাদ ইলেকট্রিক
বিবাহে উৎসবে অনুষ্ঠানে
জেনারেটর ভাড়া দেওয়া হয়।
প্রোঃ—জুলফিকার আলি
যোগাযোগের ঠিকানা :—হাফেজপুর/মুন্সীরহাট/হাওড়া

pdf By Syed Mostafa Sakib

সৈয়দ হামজা

ডঃ অশোক কুণ্ডু

শাহ্ গরীবুল্লাহ্-র কাব্য-শিষ্য ও তাঁর প্রবর্তিত আরবী-ফারসী প্রভাবিত বাংলা পুঁথিসাহিত্যের ধারার অন্যতম কবি সৈয়দ হামজা ভুরশুট পরগনার লেখক। গরীবুল্লাহ্-র অসমাপ্ত কাব্য 'আমীর হামজা'-র ২য় বালাম তিনি রচনা করেন, এবং সেখানে তিনি অকপটে স্বীকার করেছেন—

'পীর শাহা গরীবুল্লা কবিতায় গুরু।
আলমে উজালা যার কবিতার শুরু॥

তবে গরীবুল্লাহ্-র সাথে হামজার সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল কিনা সে-বিষয়ে তিনি স্পষ্ট ক'রে উল্লেখ করেননি। তবে সেটা থাকাই স্বাভাবিক, কারণ গরীবুল্লাহ্-র জীবৎকালে সৈয়দ হামজা বিদ্যমান ও দুজনের বাসস্থানের ব্যবধান ৪/৫ মাইলের বেশী নয়।

সৈয়দ হামজা তাঁর প্রথম কাব্য 'মধুমালতী'-তে বিস্তারিত আত্মপরিচয় দিয়েছেন এভাবে

সৈয়দ হামযা বলে মুরশিদ ভাবনা
উদানা বসতি যার ভুরশুট পরগনা।
.....
আমার বাপের নাম হেদতুল্লা মীর।
তাহার বাপের নাম আবদুল কাদির॥
বিধাতা দিয়াছে দুই পুত্র মোর ঘরে।
কলিমদ্দি কুতুবদ্দি জগতে প্রচারে॥
তাহা সকলে কুশলে রাখেন করতার।
দুই পুত্রে লক্ষ্মীলাভ প্রমাই অপার॥
মেহেদি মোল্লার হউক দুকুল উজালা।
কভু যেন কুলে তার নাহি পড়ে মলা॥
সাকিন বসন্তপুরে যাহার বসতি।

pdf By Syed Mostafa Sakib

যার বাড়ী আঠার বৎসর মোর স্থিতি ॥
তস্য জ্যেষ্ঠ পুত্র শেখ খুবী মোহাম্মদ।
তাহার গুণের আমি কি কহিব হদ ॥
গুণবান পঞ্চভাই মহিমা অপার।
একে একে বিবরিয়া কহিব সবার ॥
করতার সবাকার কলাণ কুশলে!
পরিবার সমেত রাখেন কালে কালে ॥
তস্য জ্যেষ্ঠ পুত্র গোলাম ইদরিস।
বড়ই ভকত্ মোর গুণবান শিষ ॥
জন্মিল ঈদের দিনে ভুবন মণ্ডলে।
তেকারণে নাম তার ইদু ইদু বলে ॥
তাহার নিমিত্তে কৈনু কবিতা প্রচার।
নতুবা পুঁথির চেষ্টা না ছিল আমার ॥"

আবার 'জৈগুনের পুঁথি' কাব্যে কবি নিজের সম্বন্ধে লিখেছেন—

"রসুলের পাটতলে সৈএদ হামজা বলে
ঘর দিল ভুরশুট উদানা
সন নিরানব্বই সালে আমার কপাল-ফলে
বাড়িতে পড়িল তিন হানা।
চাষবাস যত ছিল বাড়ি-ঘর সব গেল
ভরা-ডুবি হৈল মাঝ-মাঠে
দেলেতে আফসোস বড়া হইয়া যে গাঙ ছাড়া
পরগনা বায়েড়া রাণাঘাটে। .....
ভুরশুট পরগনা বিচে উদানা বাগের নীচে
বসবাস কদিমি মোকাম
আবদুল কাদের দাদা তার বড়া দেল সাদা
বাবা মেরা হেদাতুল্লা নাম।
কলমদ্দি বড় বেটা কুতুবদ্দি তার ছোটা
এই দুই মাসুম আমার

pdf By Syed Mostafa Sakib

এহা সবাকার তার যে কেহ মেহের করে
আল্লাতালা ভালা করে তার।"

এই দুই আত্মপরিচয় থেকে জানা যাচ্ছে—কবির পৈতৃক নিবাস ভুরশুট পরগণার উদানা গ্রামে! সেখানে বারবার বন্যার জন্য কবি গৃহছাড়া হন। হাওড়া জেলার অন্তর্গত এই গ্রাম দামোদরের তীরবর্তী। সুতরাং দামোদরের বন্যায় ঘর-বাড়ী ভেঙে গেলে ১১৯৯ সালে কবি গ্রাম ছাড়েন। কিন্তু তারপর তিনি কোথায় যান? এ সম্পর্কে দু'টি জায়গায় দু'রকম উল্লেখ করেছেন – 'জৈগুনের পুঁথি'তে আছে হামজা উঠে এসেছিলেন বায়ড়া পরগনার রাণাঘাটে। 'মধুমালতী'তে বলেছেন তিনি ১৮ বছর হাবড়া জেলার বসন্তপুরে বাস করেছেন। অনুমান করা চলে প্রথমে তিনি রাণাঘাটে ও পরে বসন্তপুরে বাস করেন।

সৈয়দ হামজার পিতার নাম মীর হেদাতুল্লা, পিতামহ— আবদুল কাদির। কবির দুই পুত্র —কলিমুদ্দি ও কুতুবদ্দি। বসন্তপুরের মেহেদি মোল্লার বাড়ীতে তিনি ১৮ বছর বাস করেন। তার জ্যেষ্ঠ পুত্র খুবী মোহাম্মদ-এর জ্যেষ্ঠ পুত্র সেখ গোলাম ইদরিসকে কবি নিজের ভক্ত ও গুণবান শিষ্য ব'লে অভিহিত করেছেন। তাঁর জন্যই 'মধুমালতী' কাব্য রচনা করেন ব'লে কবি উল্লেখ করেছেন।

সৈয়দ হামজার জীবনের আরো কিছু তথ্যের উল্লেখ করেছেন —সেখ আব্দুর রহমান "বঙ্গের আদি কবি সৈয়দ হামজা ও সাহিত্য পরিষদ" প্রবন্ধে (আল্ ইসলাম ১৩২৩, ২য় বর্ষ, পৌষ-মাঘ, পৃ-৫২৪)।

'কবি বাল্যকালে ছিলেন অত্যন্ত দুষ্ট প্রকৃতির। যথাসময়ে তাঁর লেখাপড়া শুরু হয় এবং বিদ্যচর্চা কালে কয়েক বৎসরের মধ্যে তিনি ফারসী ভাষায় পারদর্শিতা অর্জন করেন। বাল্যকালেই হামজা কবিতা রচনার দিকে মনোযোগী হন এবং বহুসংখ্যক ছড়া, পাঁচালী রচনা করেন। মাত্র আঠার বৎসর বয়সে তাঁর বিবাহ হয়। কবি প্রথমে 'মধুমালতী' কাব্য রচনায় মনোযোগী হন। এই সময়ে হঠাৎ তাঁর পিতা

pdf By Syed Mostafa Sakib

মারা গেলে পিতৃশোকে শোকাকুল কবি গমন করেন হাওড়া-হুগলী জেলার সীমান্তবর্তী বসন্তপুরে মেহদী (মইনুদ্দীন) মোল্লার বাড়ীতে। ফলে. কিছুকাল 'মধুমালতী' কাব্যের রচনা-কার্য বন্ধ থাকে। কবি সেখানে প্রায় বিশ বছর শিক্ষকতা করেন এবং 'জৈগুনের পুঁথি', 'আমীর হামজা' (২য় বালাম) ও 'হাতেম তাই' লেখেন। নিজের সম্পত্তি তদারকের জন্য কবি মাঝে মাঝে যেতেন উদানায়। ১২১১ সালে বসন্তপুরের কাজ ত্যাগ ক'রে তিনি উদানায় ফিরে আসেন। তিনি এখানে বাস করেন ১২১৪ সাল পর্যন্ত। এই সময়ে ব্যাধিতে আক্রান্ত হ'য়ে ভগ্নস্বাস্থ্য হ'লে তাঁর কতিপয় ছাত্রের অনুরোধে কবি ১২১৪ সালে পুনরায় উদানা থেকে গমন করেন বসন্তপুরে ; এবং সেখানে তিনি দেহত্যাগ করেন।"

(ডঃ গোলাম সাকলায়েন ঃ মুসলিম সাহিত্য ও সাহিত্যিক)

সৈয়দ হামজার জীবৎকাল সম্পর্কে যে-সমস্ত পরোক্ষ প্রমাণ পাওয়া গেছে তা থেকে বলা যায় কবির জন্ম ১১৪০ সালে অর্থাৎ ১৭৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ও মৃত্যু ১২১৪ সালে অর্থাৎ ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে। কবি ৭৪ বছর জীবিত ছিলেন।

সৈয়দ হামজা তাঁর সর্বশেষ গ্রন্থ 'হাতেমতাই'-এ তাঁর রচিত অন্যান্য কাব্যগুলির নামোল্লেখ করেছেন—

"কেচ্ছা মধুমালতীর জঙ্গনামা আমীরের
জৈগুণ পুঁথি লিখেছিনু আগে।
আল্লাতালা ভাল করে যাহার খায়েশ পরে
হাতেম লিখিনু শেষভাগে।"

অর্থাৎ কবির কাব্যগুলি হ'ল—মধুমালতী, আমীর হামজা (২য় বালাম), জৈগুনের পুঁথি ও হাতেমতাই।

মধুমালতী সৈয়দ হামজার প্রথম কাব্য। যদিও কোথাও তিনি এর রচনাকাল উল্লেখ করেননি, তবুও পূর্বোক্ত উদ্ধৃতিতে বোঝা যায় গোলাম ইদরিসের 'নিমিত্ত' তিনি এই কাব্যরচনায় হাত দেন। তাছাড়া এই কাব্যে আরবী-ফারসী প্রভাব অপেক্ষা মুঘল আমলের

pdf By Syed Mostafa Sakib

ঐতিহ্য অনুযায়ী সাধু বাংলা ব্যবহার করা হয়েছে। পরবর্তীকালে তিনি এই ধারায় আর লেখেন নি। এইসব তথ্য থেকে মধুমালতী যে কবির প্রথম কাব্য ও যুবা বয়সের রচনা তা অনুমান করা যায়।

মধুমালতী রোমান্টিক প্রেম আখ্যান। এর মূলে আছে ফারসী বা হিন্দী কাব্য। কিঙ্কর নগরে রাজা সূর্যভান ও রানী কমলাসুন্দরীর কুমার মনোহর বারো বছর বয়সে রাজা হন। অভিষেকের পর একদিন যখন তিনি বাইরে শুয়েছিলেন তখন আকাশপরীরা তাঁকে পালঙ্ক সমেত উড়িয়ে নিয়ে গেল মহারস দেশের রাজা বিক্রম ও রানী রূপমঞ্জরীর কন্যা ঘুমন্ত রাজকুমারী মধুমালতীর কাছে। উভয়ের ঘুম ভাঙলে তারা পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হয়। তারপর আঙটি বদল ও পালঙ্ক বদল ক'রে আবার ঘুমিয়ে পড়ে। সেই সময় পরীরা আবার মনোহরকে নিজের রাজ্যে রেখে যায়। ঘুম থেকে জেগে রাত্রের মধুমালতীর কথা স্মরণ ক'রে মনোহর তার সন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন। একসময় দৈত্যের হাতে বন্দী প্রেমাকে উদ্ধার ক'রে তিনি জানতে পারলেন যে প্রেমা মধুমালতীর বান্ধবী। তার সাহায্যে মধুমালতীর সাথে মিলন হ'ল। কিন্তু রাণী রূপমঞ্জরী ব্যাপারটা মেনে নিলেন না, তিনি মধুমালতীকে সুকপাখীতে পরিণত করলেন। পাখী উড়তে উড়তে মানিক নগরের রাজা তারাচাঁদের হাতে ধরা পড়ল। পাখীর সব কথা শুনে তিনি তাকে নিয়ে গেলেন রাজা বিক্রমের কাছে, রাণী ভুল বুঝতে পেরে পুনরায় তাকে মানুষের রূপ দিলেন। মধুমালতী-মনোহর এবং প্রেমা-তারাচাঁদের বিবাহ হ'ল।

সহজ সরল ভাষায় সৈয়দ হামজা এই কাহিনী বর্ণনা করেছেন। প্রচলিত বর্ণনারীতিকেই তিনি অবলম্বন করেছেন, যেমন মধুমালতীর সাজসজ্জার বর্ণনা—

"কি কব কেশের ঘটা নয়নে কাজল ফোঁটা
ভঙ্গিমা চাহনি মহাবাণ।
অরূপ ভুরু জোড়া ধনুকেতে দিয়া চড়া
রসিক বধিতে অনুমান॥

pdf By Syed Mostafa Sakib

সিঁতায় সিন্দুর আভা অধিক পাইল শোভা
তার পাশে চন্দনের ফোঁটা।
নির্মল নাসিকা খানি বদন দর্পণ জিনি
বিজলি চটকে তার ছটা ॥"

শাহ্ গরীবুল্লাহ্‌র 'আমীর হামজা' অসমাপ্ত কাব্য সৈয়দ হামজা সমাপ্ত করেন ২য় বালামে। এই কাব্যের রচনাকাল সম্বন্ধে কবি লিখেছেন—

বারশত এক সালে আখেরি হেছাবে।
বারদিন ছয়মাস হেছাবেতে হবে ॥
চান্দের তারিখ আজি পহেলা রমজান।
রোজার পহেলা রোজা রাখে মুসলমান ॥
তারিখ করিনু বন্ধ বুঝে ভাল দিন।
আল্লা আল্লা বল ভাই তামাম মমিন ॥

অর্থাৎ ১২০১ সালে (১৭৯৪-৯৫ খ্রীঃ) এই কাব্য সমাপ্ত করেন। যেহেতু কাব্যটি গরীবুল্লাহ্-র অনুসরণ তাই এখানে কবি আরবী-ফরাসী প্রভাবিত ভাষারীতিই ব্যবহার করেছেন। কবি মোট ৬৫টি অধ্যায়ে এই কাব্য শেষ করেন। গ্রন্থের সূচনা হয়েছে—তাজ্জার গড় থেকে বাদশাহ নওসেরয়াঁ ও জেসিফার পলায়নের বর্ণনা দিয়ে। তারপর আমীর হামজার দামেস্ক আগমন, তার সঙ্গে মেহের আফ-জুনের বিবাহ, হেন্দার হাতে আমীরের শাহাদাৎ প্রাপ্তি প্রভৃতি বর্ণিত হয়েছে। এই কাব্যে কবি বীররসের সঙ্গে হাস্যরসের মিশ্রণ ঘটিয়েছেন।

সৈয়দ হামজার তৃতীয় কাব্য "জৈগুনের পুঁথি" ১২০৪ সালে (১৭৯৭ খ্রীঃ) সমাপ্ত হয়—

"ত্রিপদী করিয়া ছন্দ করিয়া তামাম বন্ধ
লেখা গেল ২৩শে আশ্বিনে।
বারশত চারি সালে জুমার নামাজ কালে
বাকি সোমবারের সাত দিনে ॥"

pdf By Syed Mostafa Sakib

ফারসী ও উর্দু সাহিত্যে এই জাতীয় কাব্য অনেকগুলি ছিল। হজরত আলী ও তাঁর পুত্র মোহাম্মদ হানিফার যুদ্ধ সম্পর্কিত কাহিনী অবলম্বনে এই কাব্য রচিত। হযরত আলীর সঙ্গে জয়তুন বাদশার লড়াই ও চান্দাল শাহ-র কন্যা 'জয়তুন' বা 'জয়গুন' পাক দামান বিবি'র যুদ্ধ ও প্রণয় কাহিনী এই কাব্যের বিষয়বস্তু। কাহিনীতে অলৌকিকতা ও কাল্পনিক কাহিনীর মিশ্রণ ঘটেছে।

সৈয়দ হামজার চতুর্থ ও শেষ কাব্য 'হাতেমতাই'-এর কাহিনী ফারসী ও উরদু ভাষায় রচিত কাব্য থেকে নেওয়া। হাতেমতাই ছিলেন প্রাক-ইসলাম যুগের আরবের একজন কবি ও যোদ্ধা। কাব্যটি রচিত হয় ১২১০ সালে (১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে)—

"একশ একুশ লিখে তার পিঠে শূন্য রাখে
সনের ঠিকানা পাবে তায়।
বাঙালা আখেরি সালে গরমীর বাগার কালে
পুঁথির তারিখ লেখা যায়॥

এই কাব্যের বর্ণনা গতানুগতিক।

সৈয়দ হামজার চারটি কাব্যই বসন্তপুরে থাকাকালে রচিত। তাঁর কাব্যে তৎকালীন সমাজের বহু চিত্র ফুটে উঠেছে। বিশেষতঃ বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সম্পর্ক ছিল নিবিড়। ঐতিহাসিক প্রয়োজনে সৈয়দ হামজার কাব্যগুলির গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন—"রচনা প্রাচুর্যে সৈয়দ হামজা ইসলামী বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে বড় কবি।" (ইসলামী বাংলা সাহিত্য)।

ইম্প্রেশন হাউস

মুদ্রণশিল্পে এক উদীয়মান সংস্থা

আপনার শুভেচ্ছা

প্রার্থনা করে।

কার্যালয় : গ্রাম ও ডাক কানপুর হাওড়া

pdf By Syed Mostafa Sakib

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে ত্রয়ী ঃ শাহ গরীবুল্লাহ্, ভারতচন্দ্র ও সৈয়দ হামজা

মুহম্মদ আবূ তালিব

খ্রীষ্টীয় সতেরো শতকে আরাকানের রাজসভাকে কেন্দ্র করে মানবীয় রোমান্টিক প্রণয় কাব্যের যে ধারা চালু হয়েছিল, পশ্চিমবঙ্গের (ভারত) ভুরশুট-মান্দারনে তারই একটি নবতর ধারা চালু করেন বালিয়া হাফেজপুরের শাহ গরীবুল্লাহ্ ও তাঁর অনুসারী একদল কবি, —আঠারো শতকের প্রখ্যাত কবি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর (১৭১২-১৭৬০ খ্রীঃ) ও সৈয়দ হামজা (১৭৩০-১৮০৭ খ্রীঃ) ছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রধান। এ সম্পর্কে লণ্ডন থেকে প্রকাশিত ইসলামিক রিভিয়্যু (Islamic Review) পত্রিকায় শ্রীরবীন্দ্র চোপড়ার একটি মন্তব্য স্মরণ করি, যাতে তিনি বলেন - "Gharibullah's School influnced the writings of some of the Hindu poets belonging to West Bengal. It is quite natural that the best known Bengali poet of the eighteenth century, Bharat Chandra was endebted to these Muslim writers." (১) অর্থাৎ গরীবুল্লাহ্-সম্প্রদায়ের রচনা সমকালীন পশ্চিমবঙ্গের কিছু সংখ্যক হিন্দু কবিকে প্রভাবিত করে। এটি নিতান্তই স্বাভাবিক যে আঠারো শতকের সুপরিচিত কবি ভারতচন্দ্র এই সব মুসলিম কবিদের নিকট ঋণী ছিলেন। মিঃ চোপরা এই প্রভাবের মধ্যে ভারতের ললিত মধুর ভাষা-রীতির (Racy Style) কথাও উল্লেখ করেছেন।

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে প্রকৃত পরিচয়ের অভাবে এই সাহিত্য ধারাকে তথাকথিত 'দোভাষী' বা 'মুসলমানী' পুথি সাহিত্য নামে মূল সাহিত্য ধারা-বিচ্যুত একটি কৃত্রিম ধারা রূপে বিচারের প্রয়াস জোরদার দেখা

pdf By Syed Mostafa Sakib

যায়। 'দোভাষী'? দোভাষী কি? এবং কেন? 'দোভাষী' শব্দ বলতে কেউ কেউ ইংরাজী 'bilingual' শব্দের প্রতি শব্দ মনে করেছেন। কিন্তু আলোচ্য কাব্য ধারার বিশ্লেষণ করলে এর মধ্যে তার দ্যোতনা লক্ষ্য করা যায় না। পক্ষান্তরে এর অন্যতম প্রবক্তা ভারতচন্দ্র স্বয়ং তাঁর রচনার একটি বিশিষ্ট অংশকে 'যাবনী মিশাল' বলে অভিহিত করে তার বিশেষ গৌরবও ঘোষণা করেছেন। যেমন—

'মানসিংহ পাতশায় হইল যে বাণী
উচিত সে আরবী পারসী হিন্দুস্তানী ॥
বুঝিয়াছী যেই মত বর্ণিবারে পারি।
কিন্তু সে সকল লোক বুঝিবারে ভারি ॥
না রবে প্রসাদগুণ না হবে রসাল।
অতএব কহি ভাষা যাবনী মিশাল ॥
প্রাচীন পণ্ডিতগণ গিয়'ছেন কয়ে।
যে হৌক সে হৌক ভাষা কাব্য রস লয়ে ॥

আমরা যতই হালকা করে দেখিনা কেন, ভারতচন্দ্রের এই উক্তির মধ্যে কোনো অস্পষ্টতা নেই। তিনি স্পষ্টই বলেছে , এ ভাষা প্রকৃতপক্ষে কাব্যরস সৃষ্টির জন্য—'প্রসাদগুণ' বিশিষ্ট এবং 'রসাল' করবার জন্য। কেননা,—

'যে হৌক সে হৌক ভাষা কাব্যরস লয়ে'।

প্রাচীন আলংকারিকদের এই কথায় তাঁর আস্থা আছে। গভীর পরিতাপের বিষয়, আমাদের ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসকারগণ ভারতচন্দ্রের এই বিশেষ উক্তিটি যথোচিত গুরুত্ব সহকারে বিচারের চেষ্টা করেন নি। অথচ ভারতচন্দ্র এই ভাষা-রীতির উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে যুগের তাগিদকে উচ্চে তুলে ধরবার প্রয়াস পেয়েছেন, যা অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং যুগোচিত বটে। 'এই যাবনী-মিশাল' থেকে ভবানে মুসলমানী বাংলা নামের উৎপত্তি হতে পারে। যবন শব্দটি সমকালীন মুসলমানদের একটি বিশেষ অভিধা ছিল। শব্দটী গ্রীক Ionos থেকে ব্যুৎপন্ন। অতীতে বিদেশী গ্রীকদের যবন

pdf By Syed Mostafa Sakib

নামে অভিহিত করা হ'ত (Ionian, আ: ইউনানী)। পরে মুসলমান বিজয়ের পর মুসলমান ।। বিদেশী যবন / তুরুক নামে অভিহিত হয়। উনিশ শতকের গোড়ার দিকে দেখা যায়, যবন শব্দটি বাঙালী মুসলমানদের ব্যঙ্গাত্মক অভিধা হয়েছে। তার জবাবে কবি জামাল উদ্দীনের কৈফিয়ৎ—

যবন পবিত্রকুল বিধি বেদে বলে।
অকুলে পাইছে কুল যবনের কুলে ॥
ফুলের উত্তম যেন গোলাবের ফুল।
কুলের উত্তম তেন মুসলমানী কুল ॥
সকলের শাস্ত্র হৈতে যবনের শাস্ত্র ভালো।
অন্ধ নিশি মধ্যে যেন পূর্ণ চন্দ্র আলো ॥ (৪)

পবিত্র কুরআনেও মুসলমানদের (মুমিন বা বিশ্বাসী) লক্ষ্য করে বলা হয়েছে—"কুনতুম্ খাইরা উম্মাতিন উখ্‌রিজাত লিন্নাসি—তা'মুরুনা বিল মা'রুফি ওয়া তানহাউনা আনিল মুনকারী ইত্যাদি শেষ পর্যন্ত। মানে তোমরাই শ্রেষ্ঠ মণ্ডলীভুক্ত, যারা আল্লাহ্‌র তরফ থেকে মানব জাতির কাছে প্রেরিত হয়েছো, যাদের কাজ হবে মানব-জাতিকে সৎ পথে আহ্বান করা এবং অসৎ পথ থেকে বারিত রাখা। ইত্যাদি। আরও বলা হয়েছে, "আল ইসলামু নূরুন্ ওয়াল কুফ্‌রো ফুলমাতুন।' মানে, ইসলাম (ধর্ম) আলোকবর্তিকা স্বরূপ এবং 'কুফুরী' অন্ধকার ব্যতীত নয়।

উদ্ধৃতাংশে 'বে' শব্দটি দ্বারা পবিত্র কুরআনকেই বুঝানো হয়েছে। 'কুফ্‌রো' শব্দ দ্বারা অন্ধকারের জাতি অর্থাৎ বিপথগামীর প্রতি ইঙ্গীত করা হয়েছে। সমকালীন মুসলিম বাঙ্‌লা সাহিত্যে 'বেদ' বলতে ধর্মগ্রন্থ, বিশেষ করে পবিত্র কুরআনকেই লক্ষ্য করা হ'ত। প্রতিবাদের কণ্ঠ ক্ষীণ হলেও বুঝতে অসুবিধা হয়না,—এখানে যবন জাতি (মুসলমান) এব যবন ধর্মের (ইসলাম) উন্নত মহিমা তুলে ধরবার প্রয়াস পেয়েছেন কবি,—সমসাময়িক হিন্দু-সমাজ যাদের অবজ্ঞেয় মনে করা হ'ত। শুধু তাই নয়, জামাল উদ্দীন তাঁর কবি

pdf By Syed Mostafa Sakib

ভাষাকেও 'হিন্দুয়ানী' (বাঙ্গালা) ও 'মুসলমানী' (জবানে মুসলমানী) বলে দুটি বিশেষ রূপের উল্লেখ করেছেন। জামাল উদ্দীনের ভাষায় ঃ

বাঙ্গালার সারি (শায়েরী) বাঙ্গালাতে ভালো আসে।
এ পর্যন্ত লেখা হৈল বাঙ্গালার ভাষে ॥
লেখা যাবে এখন জবানে মুসলমানী।
সৃষ্টিমতে পদ তার না হবে সেলানি ॥

উল্লেখ্য, ভারতচন্দ্র যাকে 'যাবনী-মিশাল' বলেছেন, জামাল উদ্দীন তাকেই 'জবানে মুসলমানী' বলতে চেয়েছেন। আর সংস্কৃত-প্রধান তৎকালীন সাধু ভাষাকে 'বাঙ্গালা ভাষা বলে উল্লেখ করেছেন, উনিশ শতকের বাঙলা দেশে এই সাধু ও চলিত (অসাধু ?) ভাষার লড়াইও অত্যন্ত প্রবল হয়ে উঠেছিল। (৫) বলা বাহুল্য, মুসলমানী প্রভাবিত বলে চলিত ভাষা তেমন মান্য পায়নি। পরে অবশ্য মুসলমানী বর্জিত হয়ে চলিত ভাষা ধীরে ধীরে প্রাধান্য হয়ে ওঠে। ঐতিহাসিক সজীনকান্ত দাস এই লড়াইয়ের নাম দিয়েছেন—আরবী পারসী নিসূদন যজ্ঞ'। (৬)

কৌতূহলের ব্যাপার, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ-পূর্ব যুগে যখন এ দেশে মুসলিম সালতানাত কায়েম ছিল, তখন 'সলিস' বা লাই ছিল বিশুদ্ধ বা সাধু বাংলা নামে পরিচিত। আরবী / ফারসী 'সলিস' শব্দের অর্থই ছিল সাধু বা বিশুদ্ধ ভাষা (ইং elegant। ইতিহাসের ধারা লক্ষ্য করলে দেখা যায়, পলাশীর পরে বাঙলাদেশে পাশ্চাত্য শাসন কায়েম হওয়ায় পাশ্চাত্য সাহিত্য ও সংস্কৃতির মোহে মোহগ্রস্থ এক শ্রেণী লোকের মন-মগজে এমন এক নতুন আমেজের সৃষ্টি হয় যে তারা সেই মোহে এক অনিশ্চিত ও অনাস্বাদিত ভবিষ্যৎ লক্ষ্যে পা বাড়ায়। পক্ষান্তরে বাঙালী মুসলমানগণ পরম ঘৃণায় তাকে পাশ কাটিয়ে যায়। ফলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যও দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। এই বিভক্তির মূলে বিদেশীয় শাসন-যন্ত্রও ইন্ধন যোগায়। মনে হয়, এ সব কারণে বাঙালী মুসলমানদের সাহিত্য সাধনাও প্রতিবেশী সমাজের শ্রদ্ধা আকর্ষণে ব্যর্থ হয়। অবশ্য এ সব ঘটনা

pdf By Syed Mostafa Sakib

ঘটবার আগেই গরীবুল্লাহ —ভারতচন্দ্র— সৈয়দ হামজা গতায়ু হন। এ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বহুভাষাবিদ পণ্ডিত ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ যথার্থই বলেন—'যদি পলাশীর ক্ষেত্রে বাঙ্গালী মুসলমানের ভাগ্য বিপর্যয় না ঘটত তাহা হইলে এই পুঁথির ভাষাই বাঙালী হিন্দু-মুসলমানের পুস্তকের ভাষা হইত।'

বস্তুতঃ বাংলা ভাষার মুসলমানী করণের ইতিহাস নতুন নয়। সুদূর ষোড়শ শতকের কবি সৈয়দ সুলতান বাংলা ভাষায় মুসলমানী উপাদানের অভাব লক্ষ করে তাঁর 'নবী বংশ' (১৫৮৫—৮৬ খ্রীঃ) কাব্যে সর্বপ্রথম অভিযোগ তোলেন এই বলে—

'নস্কর পরাগল খান আজ্ঞা শিরে ধরি।
কবীন্দ্র ভারত কথা কহিল বিস্তারি॥
হিন্দু মুসলমানে তাত্র ঘরে [২] পড়ে।
খোদা রসুলের কথা কেহ না সঙরে॥'
তাই 'দুঃখ ভাবি মনে [২] করিলুং ঠিক।
খোদা রসুলের কথা কহিমু অধিক॥

খোদা রসুলের কথাই বাঙালী মুসলমানের প্রকৃত ধর্মীয় কথা। কিন্তু সৈয়দ সুলতানের মনে আশংকা জাগে, হয়তো রাজ দরবারের ভাব-বিলাসী আমির-উমরাহগণ এইসব ধর্মীয় কথা পসন্দ করবেন না। তাই হতাশাগ্রস্থ মনে সিদ্ধান্ত করেন—

সৈয়দ সুলতানে কয় কেনে ভাবি মর।
সহায় রসুল যার তারিব সাগর॥

অর্থাৎ তিনি মনে করেন; পার্থিব রাজার পৃষ্ঠপোষকতা নাইবা হ'ল, স্বয়ং আল্লাহ্ রসুল তো তাঁর সহায় আছেনই।

সৈয়দ সুলতান এ কাব্য লিখে আল্লাহ্ রসুলের কৃপা লাভ করেছিলেন ঠিকই, কিন্তু তাঁর কপালে দুঃখ ভোগ কম হয়নি। বাংলা ভাষায় ধর্ম বিষয়ক কাব্য লিখে তিনি বিড়ম্বিতও হয়েছেন। বাহ্য শাস্ত্র-পন্থী ধর্মভীরু মুসলমানগণ তাঁকে 'ফকির', 'মুনাফিক' বলতেও ছাড়েনি। সে কথা যাক। মুসলমানী কথা-কাহিনী রচনায় অগ্রসর

pdf By Syed Mostafa Sakib

হলেও তিনি সমকালীন হিন্দুয়ানী বাংলা ভাষার মোহ ত্যাগ করতে পারেননি। উল্লেখ্য, এই ভাষা-রীতি ছিল সংস্কৃতায়িত শব্দ প্রধান। পরবর্ত্তী দৌলত কাজী, আলাওলেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। অবশ্য দৌলত কাজী আলাও সৈয়দ সুলতানের মত মুসলমানী সাহিত্য রচনায় আগ্রহী ছিলেন না। তাই মুসলমানী ভাষার প্রতিও তাঁদের কোনো আগ্রহ থাকার কথা নয়। কিন্তু তাই বলে তাঁরা মুসলমানী জাতীয় চেতনা বর্জিত ছিলেন, এমন কথাও বলা চলেনা। কারণ, তাঁদের কাব্য-কাহিনীর শুরুতে তাঁরা যে আল্লাহ-রসুলের বন্দনা লিখেছেন, তার ভাষায় মুসলমানী চিন্তা-চেতনার সুস্পষ্ট স্বাক্ষর বিদ্যমান। যেমন সৈয়দ সুলতানেও পাই।

'আল্লাহ বুলিছে মুঞি যে দেশে যে ভাষ।
সে দেশের ভাষে কৈলুঁ রছুল প্রকাশ॥
এক ভাষে পত্রগম্বর এক ভাষে নর।
বুঝিতে ন পারিব উত্তর-প্রত্যুত্তর॥

এর চেয়ে স্পষ্ট কথা আর কি হতে পারে?

তুলনীয় পবিত্র কুরয়ানের উক্তি—

'অমা আর্সলনা মির্রসূলীন ইল্লা বি লিসানি কাওমিহী লি ইয়ুবাইল্লাহুম (সুরা ১৪ / আয়াত ৪)।

অর্থাৎ (আল্লাহ বলেন), আমি আমার কোনো রসুল বা অবতারকে পাঠাইনি তার স্বজাতির মাতৃভাষা ব্যতীত অন্য কোনো ভাষায় তামার বাণী প্রচার করতে, যাতে তারা সুস্পষ্ট ভাষায় আমার বাণী প্রচার করতে পারে।

এখানে মাতৃভাষার সাহায্যে ধর্মবাণী প্রচারের কুরআনিক নির্দেশ পাওয়া যাচ্ছে। এবং সৈয়দ সুলতানই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এই মহাবাণী প্রচারের প্রথম গৌরব অর্জন করেন বলতে পারা যায়। নবী কাহিনী আসলে মানব জাতিরই আদি কাহিনী। এটিকে মুসলমানী কাহিনী এই তর্থে বলা যায় যে, মুসলমানরাই ধর্মগ্রন্থের বরাতে এ কাহিনী প্রচার করেছেন। কিন্তু শুধু কি মুসলমানরাই এটি প্রচার

pdf By Syed Mostafa Sakib

করেছেন ? তৌরাত, যবুর (Psalus of David) ও বাইবেলেও (ইঞ্জিল) তো এ কাহিনী প্রচারিত হয়েছে। তবে পবিত্র কুরআন যেহেতু এই ধারার সর্বশেষ ধর্মগ্রন্থ, তাই এতে পুঙ্খানুপুঙ্খ নবী-কাহিনী বিবৃত হয়েছে। এবং মুসলমানগণ বিশ্বাস করেন, হযরত মুহম্মদ (দঃ) এই শ্রেণীর শেষ ধর্ম প্রচারক বা নবী। তাই 'কাসাসুল আম্বিয়া' শ্রেণীর গ্রন্থ-সমূহে সৃষ্টির আদিকাল থেকে শুরু করে শেষ নবী হযরত মহম্মদ (দঃ) ও তার চার ইয়ার বা খলিফাদের কাহিনী বর্ণনা করাও কাসাসুল আম্বিয়াকারগণ কর্তব্য মনে করেছেন। সৈয়দ সুলতানের 'নবী বংশ' এই শ্রেণীর প্রথম কাব্য গ্রন্থ। তিনি মূল আরবী থেকে এটির অনুবাদ করেন। এই হিসেবে আদি মাতা পিতা হযরত হাওয়া আদম থেকে শুরু করে শেষ নবী হযরত মুহম্মদ (দঃ) তক্ মানব জাতির ধর্মগুরু বা নবীদের কাহিনী বর্ণনা করে সৈয়দ সুলতান বাংলা সাহিত্যে মানব জাতির ইতিকথা রচনারও গৌরব লাভ করেন।

আলাওল—দৌলত কাজীও তার ব্যতিক্রম নন। কুরআন মতে, মানুষ সৃষ্টির সেরা;—আশরাফ উল্ মখলুকাত। দুনিয়ায় সে আল্লাহ তায়ালার খলীফা বা প্রতিনিধি হিসেবেই আবির্ভূত।

তাই দৌলত কাজী যখন বলেন—

'নিরঞ্জন সৃষ্টি নর অমূল্য রতন।
ত্রিভুবনে নাই কেহ তাহার সমান ॥

তখন কি তিনি কুরআনের কথারই প্রতিধ্বনি করেন না ?

অবশ্য আলাওল-দৌলত কাজী তাঁদের সাহিত্যের মাধ্যমে ধর্ম প্রচারে ব্রতী হননি ; কিন্তু না হলেও মুসলিম সমাজের প্রতিনিধি হিসেবে সে সমাজের পক্ষেও তাঁদের কথা বলতে হয়েছে। এবং কৌতূহলের বিষয়, কী আশ্চর্য নিপুণতার সঙ্গে সে দায়িত্ব তাঁরা পালন করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ আলাওলের 'সয়ফুল মুল্লুক বদিওজ্জামাল' থেকে কিন্তু নমুনা পেশ করা যাচ্ছে। বলতে কি আলোচ্য কাব্য কাহিনীটি নিছক একটি প্রেম-কাহিনী মাত্র, তার সঙ্গে কোনো ধর্মীয়

pdf By Syed Mostafa Sakib

ধর্মেরও কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু যেখানেই ধর্মীয় চিন্তা-চেতনার সম্পর্ক এসেছে কবি যেন তাঁর অজ্ঞাতসারেই স্বধর্মের পক্ষ নিয়েছেন। এখানে তাঁর ভাষা-রীতিও আশ্চর্যজনক ভাবে মুসলমানী চিন্তা-চেতনার অনুসারী হয়েছে। মাঝে মাঝে এমনও হয়েছে, তথাকথিত মুসলমানী পুথি সাহিত্যের ভাষাকেও যেন তিনি অতিক্রম করে গিয়েছেন। যেমন, নায়ক সয়ফল মুল্লুক তাঁর এক আততায়ী পরীকে স্বীয় কবজায় এনে মুসলমানী 'দীন' বা ধর্মে দীক্ষিত করতে গিয়ে বলেছেন—

"কুমার বুলিলা তারে কহ সত্য করি।
কি নাম তোমার তুমি মনুষ্য কি পরী ॥
কাফির কুলেতে জন্ম কিবা মুসলমান।
সত্য করি কহ তুমি মোর বিদ্যমান ॥
বুলিলা কাফির কুলে নাহই মুসলমান।
শুনিআ কুমার বোলে আনহ ঈমান ॥
খোদা এক মোহাম্মদ তাহান রসুল।
দিলে মুখে ভক্তি ভাবে করহ কবুল ॥
দৃঢ় ভাবে না বুলিলে মস্তক কাটিমু।
পরী বোলে প্রাণ রাখো ঈমান আনিলুঁ ॥ (৯)

এখানে ভাষাদর্শের কথাতো বটেই, উপরন্তু স্বাজাত্য বোধেরও পরিচয় সুস্পষ্ট হয়েছে। অন্যত্রও আছে, দেও পরীর লড়াই—এ নায়ক মুসলমান পরীদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করেছেন। অথচ এই পরী নাকি ছিল পূর্বতন নবী হযরত সোলায়মানের মণ্ডলী ভুক্ত (উম্মত)। এখানেও সেই এক মানব-জাতি ও এক ভ্রাতৃত্ব বোধের পরিচয় মিলছে। কারণ, কুরআন বলছে—"মানুষ এক মণ্ডলী বা জাতিভুক্ত ব্যতিত নয়, এবং আমি (আল্লাহ্) তোমাদের সকল জাতিরই 'রব' বা প্রভু ও স্রষ্টা) ব্যতীত নই।" কুরআনে আরও বলা বলা হয়েছে, মানব জাতিকে অত্যন্ত 'সম্মানী'. বরণীয় করে সৃষ্টি করা হয়েছে, এবং তাকে সৃষ্টির সেরা 'আচারাকুল মখলুকাত' বলেও অভিহিত করা

pdf By Syed Mostafa Sakib

হয়েছে। জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা, কৌলিন্য থেকে তাকে মুক্ত থাকতে বলা হয়েছে। শুধু তাই নয়, রঙ্ ও রক্তের পার্থক্যও ভুলে যেতে বলা হয়েছে। সব শেষে বলা হয়েছে, মানুষ যেন ভুলে না যায় যে, তাদের জন্ম যেমন পানি ও মাটি থেকে, পরিণামেও সেই পানি ও মাটিতে মিশে যেতে হবে।

তুলনীয় ফারসী কবি মাওলানা জালাল উদ্দীন রুমীর বাণী

"হর নবী ওয়'হর ওলী রা মাস্‌লা কীস্ত।
লেক বা হক মী মুরাদে জুমলা ইয়া কীস্ত"।

(মস্‌নভী ঃ শ্লোক, ৩০৮৬)

মানে,—প্রত্যেক নবী ও ওলীর রাস্তা ভিন্ন হতে পারে, কিন্তু গন্তব্য তো একমাত্র খোদার কাছেই। বাংলার সাধক শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণের বাণীও তাই—'যত মত তত পথ'

এবার গরীবুল্লাহ্—হামজার প্রসঙ্গে আসা যাক।

যখন বসিল কুফর ছাতির উপরে।
ছের জুদা কৈল যবে এমামের তরে॥
আরস কোরস লওহ কলম সহিতে।
বেহেস্থ দোজখ আদি কাঁদিতে লাগিল॥
আসমান জমিন আদি পাহাড় বাগান।
কাঁদিয়া অস্থির হৈল কারবালা ময়দান॥
আফতাব মাহ্‌তাব সব কালা হৈয়া গেল।
জানওয়ার হরিণ পাখী কাঁদিতে লাগিল॥
বালক মায়ের দুধ না খায় শোকেতে।
না উম্মেদ হয়ে রহে এমাম জুদাইতে॥ (১০)

এটি গরীবুল্লাহ্‌র 'জঙ্গনামা' কাব্যের অংশ। রচনা কাল ১১০১ সাল। ১৬৯৪ খ্রীঃ। এখানে হাল আমলের বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের পূর্বসুরীর সন্ধান মিলছে। এ ভাষার লালিত্য ও মাধুর্য সম্পর্কে শিষ্য সৈয়দ হামজার সাক্ষ্য—

"আল্লাহর মকবুল শাহা গরীবুল্লাহ্ নাম।

pdf By Syed Mostafa Sakib

বালিয়া হাফেজপুর যাহার মোকাম ॥
আছিল রওশন দেল শায়েরী জবান।
যাহার মদদগাজী শাহা বড়ে খান ॥

এখানে 'রওশন দেন' (উজ্জ্বল হৃদয় বিশিষ্ট) ও 'শায়েরী জবান' (কবি-ভাষা ইত্যাদি শব্দ ভারতচন্দ্রের পূর্বোক্ত—'প্রসাদগুণ' ও 'রসাল' শব্দ যোজনার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। সৈয়দ হামজার শিষ্য মোহাম্মদ মুনশীও বলেন —

'ছৈএদ হামজা আর শাহা গরীবুল্লা।
এ দোন শায়ের ছিল আলম উজালা ॥
যতদূর গেছে তার কবিতার হার।
দেখিয়া শুনিয়া সবে হয় ছারে ছার ॥

না হবে না হইয়াছে তেয়ছাই রচনা।
যে যাহা করিল তার হয় না তুলনা ॥ (১১)

সমকালীন ফোর্ট উইলিয়মীয় পণ্ডিত-সমাজ যাই বলুন না কেন, ডঃ সুকুমার সেন স্বীকার করেছেন—(এঁরা) পশ্চিমবঙ্গের ভুরশুট মান্দারন, থেকে উড়িষ্যার বালেশ্বর পর্যন্ত একটি বিরাট-সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিলেন।" (১১) যার মধ্যমণি ছিলেন শাহ্ গরীবুল্লাহ ও সৈয়দ হামজা। ডঃ শহীদুল্লাহ সাহেব সত্যিই বলেছেন, ভাষা-রীতিতে উস্তাদ-সাগরিদে কোন তফাত নেই। দুজনে এমন মিলেছে যে, নাম কেটে দিলে কে উস্তাদ, কে সাগরেদ বোঝা যাবেনা। শুধু মুসলমান কবি নয় —ভারতচন্দ্র ছাড়া কবিদের মধ্যে দু—একজন এ ভাষায় কাব্য রচনায় অগ্রসর হয়েছিলেন। ইতিপূর্বেই মি রবীন্দ্র চোপরার উক্তি উদ্ধৃতি করা গেছে। এখন তার ভাষার নমুনা দেওয়া যাচ্ছে—

"বিবির আহাদে ধরণী এখন নড়ে।
উপরে আসমান যেন বুমারের চাকঘোরে ॥
আরস কোরস সব আগুন জ্বলে যায়।
তবে,বার দিতে আর না পারেন খোদায় ॥

pdf By Syed Mostafa Sakib

রচিল রাধা দাস শুন হকীকত।
সেই হইতে হৈল এমাসের জীআরত ॥ (১৩)

কবির নাম রাধা চরণ দাস। কাব্যের নাম—'এমামএনের কেচ্ছা', মানে, দুই এমামের কেচ্ছা। আরবী 'এমাম' শব্দের দ্বিবচন —'এমামএন'। উল্লেখ্য, এই ধরণের শিরোনাম মূল আরবী-ফারসী গ্রন্থেরই ছিল। মধ্য-যুগের বাঙালী মুসলমান কবিরা সাধারণতঃ মূল নামই ব্যবহার করতেন। ক্কচিত বাংলা ভাষায় রূপান্তরিত করতেন। এখানে মুলের অনুসরণ করা হয়েছে। তাই বলতে বাধা নেই।— 'দোভাষী' পুথির ভাষা 'দোভাষী'ও নয়, এমনকি 'মুসলমানী'ও নয়। এটিই ঐতিহ্যবাহী বাংলা ভাষার সমকালীন রূপ। বিষয়টি আরও একটু পরিষ্কার করার চেষ্টা করা যাচ্ছে। আগেই বলা হয়েছে, ভারতচন্দ্র যাকে যাবনী মিশাল ভাষা বলেছেন, তা আসলে এক মিশ্র ভাষা, তাকে 'দোভাষী' কেন 'চতুর্ভাষী'-ও বলা যায়। অবশ্য প্রতিটি জাগ্রত ভাষারই প্রকৃতি এ রূপ। ভারতচন্দ্র থেকেই উদাহরন দেওয়া যাচ্ছে। ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সাহেবও লক্ষ্য করেছেন, তাঁর একটি কবিতায় চার ভাষার শব্দ নয় শুধু, চারটি ভাষারই মিশ্রণ ঘটেছে। যেমন—

'যদি কিঞ্চিৎ ত্বং বদসি
দর জানে মন আয়দ কোসি।
আমার হৃদয়ে বসি
প্রেম কর খোস্ হয় কে।
ভুয়ো ভুয়ো রোরুদসি
ইয়াদত নমুদা জাঁ কোসি
আজ্ঞা করো মিলে বসি
ভারত ফকিরি খোয় কে।'

শহীদুল্লাহ সাহেব বলেন—'ইহার প্রথম চরণ সংস্কৃত, দ্বিতীয় চরণ ফারসী, তৃতীয় চরণ বাংলা এবং চতুর্থ চরন হিন্দী (উর্দু)।' (১৪) ধীরে ধীরে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য যে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীত

pdf By Syed Mostafa Sakib

হচ্ছে ভারতচন্দ্রের রচনাতে তার সাক্ষ্য আছে। ইতিপূর্বে সয়দ আলাওল দৌলত কাজীর রচনাতেও তার স্বাক্ষর পাওয়া গিয়েছিল। আলাওলের রচনায় আরবী-ফারসী শব্দের পাশে বিদেশী ইংরাজী 'হার্মাদ' (Armada), পর্তুগীজ 'গর্ণাল' (Colonel) খাস আরবী 'বিদাত্র' (আল্‌বিদা) ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা গেছে। তাই ভারতচন্দ্রের কবিতায় এই যে বিভিন্ন সাহিত্যের প্রভাব লক্ষ্য করা গেছে এটি কিছু নতুন ব্যাপারও নয়। ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকের বিখ্যাত দার্শনিক, কবি ও ঐতিহাসিক 'তুতীয়ানে হিন্দ', হিন্দুস্থানী তোতা) হযরত আমীর খুসরউ (১৩১৫ খ্রী.মৃ.) ফারসী ও উর্দু ভাষা মিশ্রিত এই শ্রেণীর কবিতা লিখেছিলেন। উর্দু ভাষায় একে 'রেখ্‌তাহ' / 'মোলাম্মা' বলে। খ্রীষ্টীয় পনের শতকের বিখ্যাত দরবেশ ও ফারসী কবি হযরত নূর কুত্‌বী আলম ও সমকালীন বাংলা ও ফারসী ভাষা মিশ্রিত করে একটি রেখ্‌তাহ কবিতা লিখে বাংলা ভাষায় সুফী মরমী কবিতার সূত্রপাত করেছিলেন। একটু নমুনা দেওয়া যাক।

'ওহ্‌ চে কর্দম রু-এ তু দীদম
উমত পাগল ভৈলুঁ।
হম চু মজনুঁ ব'হরে লায়লা
ভাবত বেকল ভৈলুঁ॥ (১৫)

মানে,— বাঃ কি করলাম ? মুখ তোমার দেখলাম, উম্মত পাগল হলাম।
যেন মজনুঁ আমি লায়লার জন্য ভাবে বিকল হলাম॥

লক্ষ্য করবার বিষয়, এর প্রতি চরণের অর্ধাংশ ফারসী, বাকী অর্ধাংশ বাংলা ভাষায় রচিত। হযরত কুতবি আলম মধ্যযুগীয় কবি বড়ু চণ্ডীদাসের সমসাময়িক। তাঁর ওফাত বা মৃত্যুকাল—৮১৮ হিঃ/ ১৪১৬ খ্রীঃ। এই ভাষার সঙ্গে প্রাচীন চর্যাপদের ভাষার সাযুজ্যও লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তাই গরীবুল্লাহ্‌-হামজা-ভারতচন্দ্র বাংলা ভাষার ঐতিহ্যচ্যুত বা ভুই ফোঁড় কোনো লেখক নন ; তাঁদের কবি ভাষাও

pdf By Syed Mostafa Sakib

যুগোচিত। ভারতচন্দ্রপূর্ব মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর রচনাতেও এই মিশ্র ভাষা ব্যবহৃত হয়েছিল।

আমরা যেন এ কথা ভুলে না যাই যে, ব্রিটিশ আধিপত্য কায়েমের আগে প্রায় ছয় শত বৎসর ধরে এ দেশ প্রবল পরাক্রান্ত মুঘল-পাঠান সালতানাতের অধীন ছিল, এবং আরবী-ফারসী ভাষা ছিল একরকম রাজ ভাষায় মর্যাদায় অধিষ্ঠিত। উপমহাদেশের হিন্দী, উর্দু, পাঞ্জাবী, মারাঠী, গুজরাটি এমনকি মধ্যযুগীয় বাংলা ভাষাও ছিল এই আরবী-ফারসীরই ক্ষেত্রজ সন্তান। (১৬) প্রসঙ্গক্রমে এখানে মধ্যযুগের বাংলার সুলতান গিয়াসউদ্দীন আযম শাহের সঙ্গে পারস্যের কবি সম্রাট হাফেজের যোগাযোগের কথা স্মরণ করা যায়। বলতে কি বিশ্ব সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে ইসলামের একটা বড় দান এই ফারসী ভাষা ও সাহিত্য। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের মানস-গঠনে মধ্যযুগীয় ফারসী ভাষা ও সাহিত্যের দান অপরিসীম। (১৭)

শাহ গরীবুল্লাহ্ ও ভারতচন্দ্রের আবির্ভাবও হয় উপমহাদেশের ফারসী ভাষা ও সাহিত্যের স্বর্ণযুগে [নবাবী আমল—(১৫৫৬-১৭০৭)] কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এর শেষ ভাগে প্রবল মুঘল শাসন ক্ষমতার অবসান ও তৎস্থলে সাগর পারের ইংরেজ জাতির অভ্যুদয়ও দেখে যাওয়ার সুযোগ তাঁদের হয় (১৫৫৭)। তাই তাঁদের রচনায় যুগপত ভাবে মুঘল শাসনের গৌরবময় অবস্থান ও তাদের বেদনাদায়ক মহাপ্রয়াণ ও অবক্ষয়ের গ্লানিও আভাসিত হয়েছে। শাহ্ গরীবুল্লাহর 'সোনাভান' (১১১৭ সাল/১৭১০) এবং হামজার 'দৈগুন' (১১০৪ সাল/১৭৯৭) ও আমির হামজা কাব্যে (১২০১/১৭৯৪) যে বর্ণাঢ্য মুসলিম অভিযান ও বিজয়ের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে, ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গলে' তেমনি তার গ্লানিকর দিনেরও ছবি আছে। যেমন, ভারতচন্দ্রের সাক্ষ্য—

ক) 'নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়'
খ) 'বড়র পিরীতি বালির বাঁধ'।
ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ ॥

pdf By Syed Mostafa Sakib

গ) "কড়ি ফটকা চিঁড়ে দই
বন্ধু নাই কড়ি বই
কড়িতে বাঘের দুগ্ধ মেলে।
কড়িতে বুড়ার বিয়া
কড়ি লোভে মরে গিয়া
কুল বধু ভুলে কড়ি দিলে ॥

অবশ্য কথাগুলি এ কালের পটভূমিতেও সত্য বলে মনে হলেও এ চিত্র ভারতচন্দ্রের নিজের চোখে দেখা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফসল। পলাশীর বিপর্যয়ের অব্যবহিত পূর্বেই তাঁর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য প্রকাশিত হয় (১৭৫১ খ্রীঃ)। অন্নদামঙ্গল অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা তথা ভারতের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের একটি মূল্যবান দলীল বিশেষ। সৈয়দ হামজার 'হাতেমতাই' কাব্যেও সমকালীন সমাজ মানসের বিচিত্র অভিব্যক্তির কথা তুলে ধরা হয়েছে (১২১০ সাল/ ১৮০৩ খ্রীঃ)। ব্রাহ্মধর্ম ও সমাজের উদ্গাতা রাজা রামমোহনের যুগান্তকারী 'তুহ্ ফাত-উল-মুআহিদীন' বা একেশ্বর বিশ্বাসীদের প্রতি উপহার শীর্ষক ফারসী পুস্তিকাখানির প্রকাশও সমকালে হয়। (১৮) পরবর্তীকালে এই বই-এর বুনিয়াদে সারা ভারতীয় হিন্দু-সমাজে এক নবজীবনের সূত্রপাত হয়, পরিণামে ব্রাহ্মধর্ম ও সমাজ নামে এক নবজাগ্রত সমাজ-ধর্মের সূত্রপাত হয়। কবি রবীন্দ্রনাথ এই আন্দোলনের রূপকার হিসেবে রামমোহন রায়কে 'ভারত পথিক' নামে অভিহিত করেন। বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথ নিজেও এই ব্রাহ্ম সমাজেরই সন্তান। এই প্রসঙ্গে আরও মনে রাখা দরকার, ঠিক এই সময়েই বাংলা সাহিত্যে মরমী কবি লালন শাহের আবির্ভাব হয় (১৭৭২-১৮৯০ খ্রীঃ)। কলিকাতায় বিখ্যাত ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠার কালও এই (১৮০০ খ্রীঃ)। বয়সের দিক দিয়ে লালন রামমোহনের মাত্র ছয়মাসের অনুজ ছিলেন; কিন্তু জীবন-কালের দিক দিয়ে তিনি সারা উনবিংশ শতাব্দীরই প্রতিনিধি ছিলেন। তার জীবনকাল রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বিস্তৃত। এখানে প্রসঙ্গক্রমে স্মরণ

pdf By Syed Mostafa Sakib

করা যায় যে, উপমহাদেশে ব্রিটিশ-বিরোধী গণ-আন্দোলনের প্রথম সংগ্রামী পুরুষ ফকীর নেতা মজনু শাহের আবির্ভাব কালও এক। সারা দেশে তার বিদ্রোহী ফকীর ও সন্ন্যাসী-বাহিনী যে ভীষণ উপপ্লবের সূত্রপাত করেছিল মহাপরাক্রান্ত ব্রিটিশ সিংহের রাজশক্তির ভীত পর্যন্ত তাতে নড়ে উঠেছিল। (১৯) সে কথা এখানে অবান্তর। এখানে যে কথা বলার সে হ'ল—রামমোহনের ধর্ম ও রাজনৈতিক জীবন ও লালনের গানও আমাদের জাতীয় জীবনের পরম সম্পদ। রামমোহনকে স্বীকার করলেও ফোর্ট উইলিয়মের পণ্ডিতেরা লালনকে মান্য দিতে চাননি আদৌ। গরীবুল্লাহ্—ভারতচন্দ্রের মত রামমোহন ও লালন আরবী-ফারসী ভাষায় পরম পণ্ডিত ছিলেন (অবশ্য লালনের আনুষ্ঠানিক শিক্ষা লাভের কোনো পরিচয় পাওয়া যায়না, তবে তিনি পীর-পরম্পরায় যে পরম জ্ঞানের অধিকারী হয়েছিলেন এ বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।(২০) তাই গরীবুল্লাহ-ভারতের উত্তরাধিকারী হিসেবে রামমোহন ও লালনের নাম বিশেষভাবে স্মর্তব্য। পরিশেষে এ সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ ভারতের বিশিষ্ট গবেষক ও অধ্যাপক ডঃ প্রবোধ চন্দ্র সেনের একটি মন্তব্য দিয়ে শেষ করা যাচ্ছে। যেখানে তিনি রামমোহন ও লালনের অবদান সম্পর্কে তুলনামূলক বক্তব্য রেখে সামগ্রিক ভাবে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উৎস সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন এই বলে—

"মনে রাখতে হবে লালন ফকীরের জীবনকাল (১৭৭৪—১৮৯০) রামমোহন ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যোগসেতু রূপে বিদ্যমান ছিল। অপরদিকে দেখা যায়, রামমোহন ও রামকৃষ্ণ উভয়ের আয়ুষ্কাল ছিল তাঁর জীবন কালের পরিধি ভুক্ত। একটু মন দিয়ে অনুধাবন করলে বোঝা যাবে, এই তিন জনের স্বীকৃত সাধন তত্ত্ব ও লালন স্বীকৃত-সাধন তত্ত্ব মূলতঃ অভিন্ন। কিন্তু লালন তো কখনও আধুনিক পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা-দীক্ষার আওতায় আসেন নি। তিনি চিরাগত খাঁটি বাঙালী সংস্কৃতিরই আধুনিক প্রতিভু। অথচ তাঁর গানের বাণী কি করে অশিক্ষিত প্রাকৃতজন ও রবীন্দ্রনাথের কত শিষ্টজনের হৃদয়কে

pdf By Syed Mostafa Sakib

একই সঙ্গে মুগ্ধ ও আকৃষ্ট করেছে সেটাই চিন্তনীয়।" (১১) ডঃ সেনের এই উক্তিকে সামনে রেখে বলা যায়, বাংলা সাহিত্যে শাহ গরীবুল্লাহ্ ও ভারতচন্দ্রের মিলনও কৌতূহলোদ্দীপক ভাবে এই মন্তব্যে সাযুজ্য রাখে। আমাদের বিদগ্ধ সমাজকে এ কথা বিশেষ স্মরণ করিয়ে দেওয়া যায়।

পাদ-টীকা

১। রবীন্দ্র চৌপরা। সুফী পোয়েটস্ অব বেঙ্গল (Sufi Poets of Bengal) প্রবন্ধ। ইসলামিক রিভিয়্য পত্রিকা। লণ্ডন, ফেব্রুয়ারী, ১৯৬০।

২। মুহম্মদ আবু তালিব। বাংলা কাব্যে ইস্‌লামী রেনেসাঁ। ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮৩। পৃ ২৬—৪৩ (শাহ গরীবুল্লাহ্ প্রসঙ্গ)

৩। প্রাগুক্ত। পৃঃ ৩০ (জামাল উদ্দীন প্রসঙ্গ)

৪। প্রাগুক্ত। ২৩৭—৪১

৫। তালিব। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ভাষা ঃ সাধুতা বনাম অসাধুতা ই-ফা. ঢাকা, ১৩৮৭/১৯৮১, মার্চ।

৬। সজনী কান্ত দাস। বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খন্ড (সংস্কৃতিকরণ অধ্যায়)।

৭। ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। আমাদের সমস্যা, ঢাকা, ১ম সং, ১৯৪৯. পৃ, ৬-৭।

৮। সৈয়দ সুলতান। নবী বংশ। আহমদ শরীফ সম্পাদিত।

৯। সৈয়দ আলাওল। সয়ফল মুল্লুক বদিউজ্জামান কাব্য (মূল কলসী পুথি থেকে) মৎসম্পাদিত। বাংলা একাডেমি ঢাকা। প্রকাশিতব্য।

১০। শাহ গরীবুল্লাহ্। সহিহড় জঙ্গনামা (এমাম হোসেনের শাহাদৎ প্রসঙ্গ)

১১। তালিব। বা, কা, ই. প্রে। পৃ, ৫৪ (মোহাম্মদ মুনশী বিরচিত 'উম্মর উম্মিয়ার নকল ও ভোজবাজি' পুথি থেকে উদ্ধৃত।

১২। ডঃ সুকুমার সেন। ইসলামী বাংলা সাহিত্য। বর্ধমান সাহিত্য সভা। বর্ধমান, ১৩৫৮ সাল/১৯৫১ খ্রী।

১৩। শহীদুল্লাহ্। বাংলা সাহিত্যের কথা, ২য় খন্ড। ঢাকা, ১৩৭৪ সাল/ ১৯৬৭। পৃ, ২৭৪।

pdf By Syed Mostafa Sakib

১৪। প্রাগুক্ত। পৃ, ৪৪৭।

১৫। ক) শহীদুল্লাহ্। ইসলাম প্রসঙ্গ। ঢাকা, ১৩৭৭, সাল/১৯৭০। পৃ, ১৬৬-৬৭।

খ) আবুতালিব। উত্তর বঙ্গে সাহিত্য সাধনা। রাজশাহী ১৩৮২ সাল/ ১৯৭৫। পৃঃ ১৬৮ – ৮১

১৬। ড. গোলাম মকসুদ হিলালী। ইরান ও ইসলাম ও তাদের পারস্পরিক প্রভাব। (Iran & Islam : Their Reciprocal Influence, Unpublished D. Phil thesis) 'ইরান ও ইসলাম' নামে অনুদিত (বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৯)।

১৭। ড. হরেন্দ্র চন্দ্র পাল Perso-Arabic Influence on Bengali literature. Rabindra Bharati Journal Vol.IV 1971, PP. 45-73

১৮। ক) আবুতালিব। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে কুরআনের প্রভাব। ই-ফা, ঢাকা, ১৯৮১। (তুহফাত-উল মুআহদীন ও রাজা রামমোহন রায় প্রসঙ্গ)

খ) রামমোহন রায়ের রচনাবলী।

১৯। আবুতালিব। ফকীর নেতামজুন শাহ্। পাকিস্তান পাবলিকেশনস্ ঢাকা, ১৯৬৯। ২য় সং, ই-ফা, ঢাকা, ১৯৮০।

২০। ক) আবুতালিব। বাংলা সাহিত্যের একটি হারানো ধারা। ই-ফা, ঢাকা, ২য় সং। পৌষ ১৩৯১ সাল / ১৯৮৫ (লালন চরিত্রের উপাদান: তথ্য ও সত্য (প্রবন্ধটি সর্ব প্রথম বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদং পত্রিকা। কলিকাতায় প্রকাশিত হয়)। ১৩৮১ / ১১৮২

খ) তালিব। বংলা সাহিত্যে লালন শাহ্ ও তাঁর উত্তরসূরিগণ। ঋতিহ্য, ই-ফা, ঢাকা আগষ্ট, ১৯৮৫ / পৃঃ ১০ – ৩৫।

২১। প্রবোধ চন্দ্র সেন। আধুনিক বাংলা গীতি কবিতা। কলিকাতা, ১৯৭৮। পৃঃ ২২০।

ড. অশোক কুণ্ডু সম্পাদিত শাহ্ গরীবুল্লাহ্-র শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ

ইউছুপ জোলায়খা

(মূল্য কুড়িটাকা)

শাহ্ গরীবুল্লাহ্ স্মৃতিরক্ষা সমিতির দপ্তরে পাওয়া যাচ্ছে

pdf By Syed Mostafa Sakib

শাহ্ গরীবুল্লাহ্ স্মৃতিরক্ষা সমিতি

হাফেজপুর, মুন্সীরহাট, হাওড়া।

১৬ই অক্টোবর ১৯৮৮ স্থানীয় শাহ্ অনুরাগী ও কিছু সংস্কৃতি-প্রেমী মানুষের একটি সাধারণ সভায় কবির স্মৃতিরক্ষার উদ্দেশ্যে এই সমিতি গঠিত হয়েছে।

□ কার্যনির্বাহী সমিতি □

মুখ্য উপদেষ্টা ঃ ড. অশোক কুণ্ডু।

সভাপতি ঃ কাজী জাফর আমেদ।

সহঃ সভাপতি ঃ সৈয়দ মইনুল হক, শ্রীবিবেকানন্দ পাল।

যুগ্ম সম্পাদক ঃ সৈয়দ আব্দুস সুলতান, মহম্মদ সাদিক।

সদস্যবৃন্দ ঃ সৈয়দ ফজলুর রহমান, সৈয়দ জামালুদ্দিন, সৈয়দ মাজহারুল হক।

□ সাংস্কৃতিক উপসমিতি □

কাশীনাথ আদক [আহ্বায়ক], সৈয়দ মাসুদুর রহমান, সৈয়দ গোলাম সরওয়ার, খোঃ সইদুল হক, কাজী আব্দুল সেগির, খোঃ মহম্মদ ইউনুস, সৈয়দ খলিপুর রহমান, সৈয়দ মইনুদ্দিন, মুন্সী জুলফিকার আলী, মুন্সী নূরেল হক, মফিজ আহমেদ, মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিদাস পদ্ম, কাশীনাথ শেঠ, রাজা আহমেদ, স্বপন দাস গোপালচন্দ্র আদক, এস এস আরেফিন, কাজী মঞ্জুর হোসেন।

□ মেলা ও প্রদর্শনী (১৯৮৯)-র অভ্যর্থনা সমিতি □

অধ্যাপক সনৎকুমার ঘোষ [সভাপতি], বিভূতিভূষণ মল্লিক [সহঃ সভাপতি], সুকমল ঘোষ, মুরারীমোহন নন্দী, কৃষ্ণচন্দ্র আদক সৈয়দ বজলের রহমান, খোঃ সিরাজুল হক, সৈয়দ মহম্মদ ফকিরুল্লাহ্, সৈয়দ গোলাম কিবরিয়া, খোঃ মহম্মদ ইদরিস, মুন্সী মহম্মদ দাউদ মুন্সী আব্দুল কাদের, কাজী আব্দুল হক, মুন্সী আব্দুল কুদ্দুস।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ANWAR & GRAND SONS

Tea, Empty Tea chest, Commission Agent
&
General order Suppliers.

132 / 3, Karl Marx Sarani (C. G. R. Road)
CALCUTTA—700023

বিশালক্ষী ওয়াচ কোং

এখানে সকল প্রকার ঘড়ি যত্নসহকারে
রিপেয়ারিং করা হয়।

মুন্সীরহাট, চাঁদনীর মোড়, হাওড়া।

বাজী বললে বোঝায়

আমার নাম

সাথী ষ্টোর্স

বলরামপুর বজবজ
২৪ পরগণা (দঃ)

pdf By Syed Mostafa Sakib

□ মেলা ও প্রদর্শনী (১৯৮৯)-র বিশিষ্ট পৃষ্ঠপোষকবৃন্দ □

শ্রী দেবী বন্দ্যোপাধ্যায় সভাধিপতি / হাওড় জিলা পরিষদ। শ্রীবিমলকান্তি ঘোষ সংসদ সদস্য। শ্রী হান্নান মোল্লা সংসদ সদস্য। এম আনসার উদ্দিন বিধায়ক। শ্রীজয়কেশ মুখার্জী বিধায়ক। শ্রী পান্নালাল মাজি বিধায়ক। শ্রী বারীন্দ্রনাথ কোলে বিধায়ক। শ্রী দুর্গাদাস ভট্টাচার্য সভাপতি / জগৎবল্লভপুর পঞ্চায়েত সমিতি। শ্রী দিলীপ মাজি সদস্য / হাওড়া জিলা পরিষদ।

শ্রী দীপঙ্কর মুখোপাধ্যায় জেলাশাসক / হাওড়া। শ্রী বি পি বরাট সদর মহকুমা শাসক / হাওড়া। শ্রী দেবব্রত সেনগুপ্ত জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক / হাওড়া। শ্রীমতী নিবেদিতা মুখোপাধ্যায়, সদর মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক / হাওড়া শ্রী শক্তি কুমার কয়াল সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক / জগৎবল্লভপুর। শ্রী পরাগ রাউত ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক / জগৎবল্লভপুর থানা।

শ্রী লালমোহন চট্টোপাধ্যায় প্রধান শিক্ষক / ব্রাহ্মণপাড়া চিন্তামণি ইন্‌স্টিটিউশন। শ্রীমতি মিনতি মজুমদার প্রধান শিক্ষিকা / ব্রাহ্মণপাড়া চিন্তামণি বালিকা বিদ্যালয়। শ্রী বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ প্রধান শিক্ষক / পাঁতিহাল দামোদর ইন্‌স্টিটিউশন। শ্রী শিশির কুমার আদক প্রধান শিক্ষক / মাজু আর এন বসু হাই স্কুল। শ্রী বিশ্বনাথ শেঠ প্রধান শিক্ষক / জগৎবল্লভপুর হাই স্কুল। শ্রীশশাঙ্ক শেখর দাস প্রধান শিক্ষক / বড়গাছিয়া ইউনিয়ন প্রিয়নাথ পাঠশালা।

শ্রীসুবলচন্দ্র সর্বাধিকারী ডাঃ পান্নালাল সীট ডাঃ কাশীনাথ মাইতি ডাঃ সদরুল মিদ্দা, ডাঃ ললিত মাজি অধ্যাপক সুনীলকুমার চৌধুরী অধ্যাপিকা গুলনাহার বেগম সেখ সিরাজুল ইসলাম শ্রী বাসুদেব মান্না সেখ সামসুল হক [দঃ ২৪ পরগনা]।

ড. মুহম্মদ আবুতালিব [রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ]।

ড. মহম্মদ আব্দুল জলিল [,, ,, ,,]।

pdf By Syed Mostafa Sakib

D. K. DEY

TUBEWELL MATERIALS, BLOCK
CONTRACTOR & GENERAL
ORDER SUPPLIERS.

Residence :
Vill—PROTAPPUR
P: O.—PANTIHAL, HOWRAH.

Office :
MUNSHIRHAT
HOWRAH.

CENTRAL TEA CO:

TEA DEALERS

132, CIRCULAR GARDEN REACH ROAD
CALCUTTA — 23
Phone :- 45-8365

রীনা এন্টারপ্রাইজ

মুন্সীরহাট / হাওড়া

হারানো দিনের সাজে নতুন ক'রে সাজতে গেলে
আসতে হবে বুলুদার দোকান
রীনা এন্টারপ্রাইজে
মনিহারী ও প্রসাধনী দ্রব্য কোলকাতার দরে
খুচরা ও পাইকারী পাওয়া যায়।
আপনার সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

বিঃ দ্রঃ—শিক্ষিত বেকারদের DIC থেকে SEEUY এবং Employment Exchange থেকে SESRU LOAN-এর scheme সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যের জন্য রীনা এন্টারপ্রাইজে যোগাযোগ করুন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

শাহ্ গরীবুল্লাহ্ স্মৃতি রক্ষা সমিতি
হাফেজপুর / মুন্সীরহাট / হাওড়া

সমিতির সদস্যবর্গ

☐ হাওড়া ☐

হাফেজপুরঃ—মহম্মদ সাদিক, কাশীনাথ আদক, গোপালচন্দ্র আদক, কাজী রাজা আহমেদ, এস এস আরেফিন, কাজী সাবির আহম্মদ, মহম্মদ ইদরিস, মুন্সী জানে আলম, সৈয়দ আব্দুস সুলতান, কৃষ্ণচন্দ্র আদক, মুফতি জয়নাল আবেদিন, মুন্সী আব্দুল রয়হান, কাজী আব্দুর রহিম, কাজী ইসমত, খোঃ লিয়াকত আলী, মুন্সী আব্দুল কুদ্দুস, মুফতি মতিয়ার রহমান, কাজী আব্দুল লতিফ, খোঃ রেজাউল করিম, কাজী জাফর আমেদ, মুন্সী আব্দুল কাদের, মুন্সী আবুল বাসার, কাজী মহঃ সফিক, খোঃ মহঃ ইলিয়াস, মুন্সী মফিজুর রহমান, মীর মহঃ ইব্রাহীম, মহঃ নাজমুল ইসলাম, সৈয়দ আব্দুল হাকিম, সৈয়দ জামালুদ্দিন, সৈয়দ কুতুবুদ্দিন, মোসাম্মত মহমুদা খাতুন, খোঃ মহঃ মস্তাকীন, মুন্সী মহবুবর রহমান, সৈয়দ খলিলুর রহমান, শেখ মহিদ আলী, শেখ রুস্তম আলী, মুরারীমোহন নন্দী, কাশীনাথ শেঠ, সৈয়দ মইনুদ্দিন, মুন্সী বদরুজ্জামান, মহঃ মঞ্জুর হোসেন, মহম্মদ রফিক, সৈয়দ হামিদুল হক, সৈয়দ মহঃ সেলিম, বনমালী আদক, কাজী মঞ্জুর আহমেদ, মুন্সী আবুল কালাম আজাদ, সেখ আনসার আলী, মুন্সী আলাউদ্দিন, মুন্সী সফিকুল হক, সেখ জব্বার আলী, কাজী সাহাবুদ্দিন, মুন্সী কাদরুল ইসলাম, খোঃ সইদুল হক, মুন্সী আনোয়ার আলী, গৌরমোহন নন্দী, খোঃ আব্দুল হালিম, কানাইলাল আদক, জগন্নাথ আদক, বিকাশ চন্দ্র আদক, সৈয়দ গোলাম কিবরিয়া, শেখ আজেদ, শেখ আবিদ, সেখ সামসুল আলম, সমীর কুমার দাস, কাজী মফিজ আহমেদ, মুন্সী জুলফিকার আলী, মুন্সী মুজিবর রহমান, মুন্সী আমিনুল হক, সেখ নুরেল হক, নবকুমার আদক, তুষার কান্তি আদক, মুন্সী আকবর আলী।

শিবানন্দবাটীঃ—উত্তম কুমার পাত্র, দিলীপ নন্দী, গোবর্দ্ধন নন্দী, সুনীল কুমার কুণ্ডু, তরুণ কুমার খাঁ, জিতেন্দ্র নাথ দাস, নিরঞ্জন পাত্র, বাসুদেব পাত্র, কার্তিক পাত্র, অরুণ কুমার পাত্র, দীপক কুমার পাল, অরবিন্দ কোলে, দিলীপ মাকাল।

নাইকুলীঃ—সুকুমার ওঝা, লালমোহন রায়, কার্তিক কোলে, দীপক সীট, লক্ষ্মণ ওঝা, শংকরকুমার কুণ্ডু, দেবব্রত মুখার্জী, পরেশচন্দ্র দে,

pdf By Syed Mostafa Sakib

শ্রীদুর্গা হার্ডওয়ার ষ্টোর্স

রড, টরশটীল, পাটি এ্যাঙ্গেল, রাউণ্ড জয়েস ইত্যাদি
কলিকাতার দরে খুচরা ও পাইকারী বিক্রয় হয়।

প্রোঃ—মানস মোহন কুণ্ডু
মুন্সীরহাট ★ হাওড়া
[চিন্তামনি স্কুলের সামনে]
পিন—৭১১৪১০

ভোরের আলো ফুটলেই আপনার মনে হবে এক কাপ ভালো চা
সারাদিন যাতে আপনার মন প্রফুল্ল থাকে।
তবে চলে আসুন ঃ

সেলিম টি ষ্টোর্সে

দার্জিলিং, আসাম, ডুয়ার্সের সি, টি, সি, ডাস্ট ও পাতা চা পাউডার
দুধ এবং সব রকমের বিস্কুট খুচরা ও পাইকারী বিক্রয় হয়।
সাং—যদুপুর (পাঁতিহাল বাস স্টপেজ) হাওড়া

সেরা আওয়াজ
সেরা নাম
আর সেরা বাজী

এস কে জি এইচ
ফায়ার ওয়ার্কস

নন্দরামপুর, বজবজ
২৪ পরগনা (দঃ)

pdf By Syed Mostafa Sakib

মুন্সী আবুল বাসার, শ্যাম চিনে, শেখ নূর মহম্মদ, অমরেন্দ্রনাথ মিশ্র, জয়দেব ওঝা, অসিত শ্যামল, সৃষ্টিধর দে, নিরদবরণ মল্লিক, আবু আইয়ুব সিদ্দিকী, অর্চনা পাত্র।

খড়দহ ব্রাহ্মণপাড়া ঃ খোঃ তৈয়েবুর রহমান, মহঃ ইউসুফ হালদার, মহঃ মহসীন মোল্লা, খোঃ হামিদুর রহমান, খোঃ মাসুদুর রহমান, মহঃ সইদুল মোল্লা, আব্দুল খালেক, খুরশীদা বেগম, আব্দুল কাদের হালদার, সেখ মান্নান আলী, সেখ সিরাজ, দীপু মুখার্জী, রবীন্দ্রনাথ দে, শ্যামল কুমার মল্লিক, অরবিন্দ মল্লিক, সুশান্ত পাল, নিমাইচন্দ্র মুখার্জী, রণজিৎ মল্লিক, সৈয়দ মহঃ ইউসুফ, নবকুমার মল্লিক, খোঃ মহঃ দাউদুর রহমান, হালিমা খাতুন, বিবেকানন্দ পাল, ভাগ্যধর দে।

আয়মাচক ঃ মোশাররাফ মল্লিক, মনসুর আলী মল্লিক, সেখ মহঃ নূরুল ইসলাম, আশরাফ মল্লিক, সেখ জরাজিস, সেখ আওর আলী, গোলাম মহম্মদ মল্লিক, বিষ্ণুপদ রুইদাস, সেখ সইদুল ইসলাম, সেখ মহঃ সেলিম।

জগন্নাথপুর ঃ মোল্লা হবিবুল্লা, মহঃ সেলিম মোল্লা, মোল্লা নূরুল হুদা, আমিনুদ্দিন মল্লিক।

চাঁদুল ঃ নিতাইচন্দ্র চক্রবর্তী, মোল্লা মহিউদ্দিন, বিশ্বনাথ পান, সনাতন কোলে, সিদ্ধেশ্বর সেন, অশোক ঘোষ।

বাঁকুল ঃ কাজী এনামুল হক, নাসিমুল গণি, সেখ আবুল হোসেন, নাসিরুল ইসলাম, মোল্লা হামিদুল্লাহ্, কাজী নঈমুদ্দিন, অর্দ্ধেন্দু ঘোষ

যদুপুর ঃ অসীম কুমার কুণ্ডু, হরিপদ হালদার, নিমাই চক্রবর্তী, অশোক কুণ্ডু, অখিল চক্রবর্তী, বৈদ্যনাথ টাট, সমীর কুমার ঘোষ।

মুন্সীরহাট ঃ শেখ আব্দুস সালাম, ডাঃ অশোক হালদার, আনিসুর রহমান মল্লিক, আসিয়া সাইকেল রিপেয়ারিং কেন্দ্র, সেখ সইফুদ্দিন, সেখ ইসা রহমান, সেখ মোবারক, রণজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, কাজী ফজলুর রহমান।

শঙ্করহাটী ঃ হরিদাস পদ্ম, বীরেশ্বর চক্রবর্তী, অর্দ্ধেন্দু পাত্র, চন্দ্রশেখর রায়, প্রশান্ত মুখার্জী, নিশিকান্ত দে, সনৎ কুমার ঘোষ, দেবদাস পদ্ম।

নরেন্দ্রপুর ঃ কাজী সামসুল হক, সেখ জামালুদ্দিন, কাজী মহঃ ইসমাইল, মাজহারুল হক, মওলানা মহঃ আবুল হাসান, বিভূতিভূষণ মল্লিক।

কৃষ্ণনরেন্দ্রপুর ঃ লুৎফর রহমান মল্লিক, গোপীকান্ত মেথুর।

pdf By Syed Mostafa Sakib

বাজার মাৎকারী ও আলোড়ন সৃষ্টিকারী
সেরা আতসবাজী

মিনা কায়ার ওয়ার্কস

বলরামপুর
২৪ পরগণা (দঃ)

সেরা জিনিসের সেরা প্রতিষ্ঠান

গ্রীণ টি ষ্টোর্স

সকল প্রকার উৎকৃষ্ট শ্রেণীর গুঁড়া ও পাতা চা
বিস্কুট ও দুধ পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় করা হয়।
মুসীরহাট (চাঁদনী বাস ষ্টাণ্ড) হাওড়া
বিঃ দ্রঃ—এখানে গ্রীণ টি পাওয়া যায়।
শুক্রবার পূর্ণ দিবস বন্ধ।

কাজী ষ্টোর্স

এখানে যাবতীয় নতুন ছাতা বিক্রয় ও
পুরাতন ছাতা মেরামত করা হয়।
প্রোঃ—কাজী আমাজদ আলি
বিঃ দ্রঃ—বাচ্ছাদের রেডিমেড জামা ও প্যাণ্ট পাওয়া যায়।
বড়গাছিয়া (সন্ধ্যা বাজার) হাওড়া

শাহ্ সংবাদ / ছাপান্ন

pdf By Syed Mostafa Sakib

বিশ্বনাথপুর ঃ নুরুল হুদা। পাইকপাড়া ঃ মহাদেব ব্যানার্জী
বল্লভবাটী ঃ সুনীতি বন্দ্যোপাধ্যায়। রামপুর ঃ দুলাল ব্যানার্জী
বড়চিপা ঃ সামসুল হক লায়েক, সেখ আলাউদ্দিন, মহঃ মুসা লায়েক।
ইছানগরী ঃ সেখ হবিবুর রহমান, আব্দুর রউফ গায়েন।
জগৎবল্লপুর ঃ নিত্যানন্দ রাহা, রঞ্জন ঘোষ, প্রদীপ সাহা।
গোহালপোতা ঃ উমারঞ্জন ভট্টাচার্য।
পাঁতিহাল ঃ দুর্গাদাস ভট্টাচার্য, স্বপন ব্যানার্জী, তপন কুমার সাহা, গোপাল মণ্ডল, রতনচন্দ্র বাগ, গৌরমোহন চক্রবর্তী, শিবরাম প্রামানিক।
পাঁতিহাল দামোদর ইনষ্টিটিউশন ঃ বিজয় কৃষ্ণ ঘোষ।
নিজ বালিয়া ঃ শচীন ঘোষ। যমুনা বালিয়া ঃ ফেলুরাম দোলুই
বাদা বালিয়া ঃ সমীর কুমার ঘোষ। নিমা বালিয়া ঃ সেখ কাসেম
গড় বালিয়া ঃ সমীর কান্তি রায়। ইছাপুর ঃ দুলাল চন্দ্র শাসমল।
কুমারপুর ঃ প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী। রণমহল ঃ অসিতবরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। হাঁটাল ঃ অজয় জানা। বোহারিয়া ঃ বাসুদেব মান্না।
মানসিংহপুর ঃ সেখ আলিফ হোসেন, আনোয়ারুল হক, সেখ আলম হোসেন।
বড়গাছিয়া ঃ রুক্মিনী ঘোষ, বাসন্তী গোলুই, সুনীতি সীট, কাজী আমজেদ আলী।
বড়গাছিয়া পান্নালাল সীট বালিকা বিদ্যালয় ঃ মণি পাল মজুমদার
শিবরামপুর ঃ আবু জাফর আলী মোল্লা, কাজী কামালুদ্দিন, মদন মুখার্জী। কমলাপুর ঃ শাহু নওয়াজ মিদ্যা, রোস্তম আলী মিদ্যা।
পার্বতীপুর ঃ মহবুবের রহমান মোল্লা, আমানুল্লা মোল্লা।
রাজদাঁড়িয়া ঃ সেখ আনসার আলী।
গোবিন্দপুর ঃ সেখ মোজাম্মেল হক।
জালালসী ঃ জালাল আহমদ মল্লিক।
পোলগুস্তিয়া ঃ দিলীপ মাজি, শাহানারা খাতুন।
কাবপুর ঃ বলাইলাল সীট।
বিধিচন্দ্রপুর ঃ মহঃ রুহুল আমিন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ড্যানিকেন বিজনেস এ্যাডভাইসার

দৌলতপুর মাহেশতলা ২৪ পরগনা (দঃ)

আপনার ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য
এবং বিভিন্ন বিষয়ে সুবন্দোবস্তের জন্য
যোগাযোগ করুন।

আপনার অফিসের ঠিকানা টেলিফোন টেলেক্স ট্রেড লাইসেন্স
সেল্‌স ট্যক্স ইনকাম ট্যাক্স রেজিস্ট্রেশন রিসেপশনিষ্ট
ও পিওন সার্ভিসের সুযোগ অতি সামান্য মাসিক
পারিশ্রমিকের বিনিময়ে সুব্যবস্থ করা হয়।

রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের যে কোনো লাইসেন্স
পাওয়ারও যথাযথ ব্যবস্থা করা হয়।

দৌলতপুর □ মাহেশতলা

প্রোঃ—ইয়াকুব ক্যাজি

pdf By Syed Mostafa Sakib

উলুবেড়িয়া বাজারপাড়া ঃ সৈয়দ নূরুল ইসলাম।

মাগুরখালি ঃ সহিদুল ইসলাম মোল্লা, সেখ আনসার আলী, মাস্টার রফিক।

বাসুদেবপুর ঃ বিশ্বনাথ দাস।

বলরামপোতা ঃ সেখ জাহাদার আলী, সেখ খোরশেদ আলী।

বনহরিশপুর ঃ মারুফা বেগম, মহঃ আবিদুল ইসলাম।

তেহট্ট ঃ আনোয়ার আলী কয়াল, মহঃ ইউনুস কয়াল, জিকরিয়া কয়াল, আহম্মদ আলী কয়াল, মহম্মদ আলী কয়াল, নাসিরুদ্দিন কয়াল, জহুরুল ইসলাম, হাসেম আলী, ইমামুল হক, রোস্তম আলী, মসিয়ুর রহমান, সেখ আবু, মসিয়ুর রহমান, সেখ আনোয়ার আলী, হান্নান আলী মল্লিক, মেহরাজ আলী, সাহাবুদ্দিন কয়াল, সফিকুর রহমান, সেখ সাজাহান, সেখ আসরাফুর রহমান, সফিয়ুর রহমান, কাজী জিকরিয়া, মহঃ ইউসুফ, জামসেদ আলী লস্কর, হাফিজা খাতুন, মারুফা খাতুন, হারুন মল্লিক, হাসমত আলী মল্লিক, সেখ জাহাঙ্গীর আলী, সাবিনা ইয়াসমিন, রফিক মল্লিক, মহসীন আলী লস্কর, হান্নান মল্লিক, দাইয়ান মল্লিক, আরসিদা খাতুন, তাজমিরা খাতুন, মোরতেজ লস্কর, সেখ রহমতুল্লাহ, আনোয়ার মল্লিক, আইয়ুব মল্লিক, সেকেন্দার মল্লিক, তসলিমা খাতুন।

বাঁকড়া ঃ মহম্মদ আহসান সর্দার, সেখ আব্দুল জব্বার, মহঃ হারুন আলী, সেখ আব্দুস সাত্তার, সেখ সেলিম আহমদ, সেখ আব্দুল মান্নান, সেখ মহিউদ্দিন আহমেদ, বসির আলী মোল্লা, সেখ হালিম।

কদমতলা ঃ আরতি চক্রবর্তী, অজয় কুমার দোলুই, দিলীপ কুমার পাল।

☐ কোলকাতা ☐

বিমল কুমার ঘোষ, প্রদীপ কুমার পাল, সুবীর সাউ, অমর কুমার শেঠ, অসিত কুমার ঘোষ, ভুবনলাল চ্যাটার্জী, মনোজ কুমার পাল, প্রদ্যোৎ কুমার পাল, তপন কুমার চ্যাটার্জী, দীপক কুমার ঘোষ, রাহাদ হোসেন, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, নারায়ণ রায়, সেখ সঈদ, অধীর কুমার পাল, ডঃ অশেষ নন্দী, বিকাশ ব্যানার্জী।

pdf By Syed Mostafa Sakib

আওয়াজের জোয়ারে ভরপুর
শ্রেষ্ঠ আতসবাজী

এস কে জেড ফায়ার ওয়ার্কস

রামেশ্বরপুর

২৪ পরগনা (দঃ)

ক্ষুদ্র সঞ্চয়ে অভিনবত্বের

ফিউরার

মাধ্যমে সঞ্চয় করুন

এখানে কোনো বাজোয়াপ্তিকরণ নেই

NO LAPSATION

এজেণ্ট মারফৎ স্বস্থানে বসে দৈনিক সাপ্তাহিক ও মাসিক

প্রকল্পে সঞ্চয় করুন

ফিউরার জেনারেল ফিনান্স এণ্ড ইনভেষ্টমেণ্ট (ইঃ) লিমিটেড

ভারত সরকার ও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া নিয়ন্ত্রণাধীন

একটি সর্বভারতীয় স্বল্প সঞ্চয় অর্থনৈতিক সংস্থা

শাহ্ সংবাদ / ঘাট

pdf By Syed Mostafa Sakib

☐ হুগলী ☐

বাঁদপুর ঃ কাজী জমি উদ্দিন আহমদ, কাজী রফিক উদ্দিন আহমদ, ডাঃ কাজী আসরাফ উদ্দিন আহমদ।

আঁকুনি ঃ কাজী মঞ্জুর রহমান, জালাল হালদার, কাজী মহঃ নেহার আহমদ, কাজী গওসেল করিম, কাজী আবদুল আলা, মোল্লা বসিরুল্লা, সামসুল আরেফিন হালদার, খোঃ নুরুল ইসলাম, মোল্লা রফিক আহমদ, কাজী হবিবুর রহমান।

সাদপুর ঃ খোঃ মমিনুদ্দিন, খোঃ হবিবুর রহমান।

ফুরফুরা ঃ মোঃ মোহতাবুদ্দিন। **মোল্লাসিমলা** ঃ কাজী আবদুস সোবহান।

পাঁটরা ঃ মোল্লা অবদুল গফুফার, মোল্লা আবদুল মোহায়মেন, খাদিজা খাতুন। **কুলাকাশ** ঃ সুনীল কুমার নন্দী।

☐ ২৪ পরগনা (দঃ) ☐

পুটখালি ঃ আসিফ হোসেন মল্লিক, সেখ সামির হোসেন, আবুল হোসেন মল্লিক, সেখ আজীজুর হক, সেখ ইসমাইল আলী, সেখ ইউসুফ আলী, সোলেমান মল্লিক, সাজাহান খাঁ, সাহাবুদ্দিন মোল্লা, গফফার খাঁন, মর-সলিম মল্লিক, সেখ ইলিয়াস আলী, সেখ নুরুদ্দিন, সেখ জাবির হোসেন, সেখ সিরাজ আলী, সেখ সামিন, আজিবুর রহমান, মহঃ সফিউদ্দিন লস্কর, সেখ রুহুল আমিন, সেখ সফিউদ্দিন, সেখ জুলফিকার, সেখ মহিনদ্দিন, ফজলুর রহমান খাঁন।

বলরামপুর ঃ সেখ আজিজুর রহমান, সেখ সাজাদ আলী, নুরে মহঃ জমাদার, সেখ আবুল, সেখ হান্নান, আফতাবউদ্দিন, মুফতি জালালউদ্দিন, সেখ ওসমান, সেখ জাবির হোসেন, আলী আবরর মুফতি, সেখ মনসুর আলী, গোপাল মল্লিক, সামের মল্লিক, ফিরোজ মীর, সেখ রেজাউল, সেখ মান্নান, সেখ আনসার আলী, মকবুল জমাদার, মঞ্জুর আলী জমাদার, ইয়াকুব আলী মণ্ডল, কাসমীরি জমাদার, সেখ আবদুর রশিদ, সেখ সামাদ আলী, সুরত আলী হাজরা, আবদুর রশিদ খাঁন, নাসির উল্লাহ জমাদার,

pdf By Syed Mostafa Sakib

সফিউল্লাহ জমাদার, রফিক জমাদার, সেখ জাবির হোসেন, গোলাম কিব-রিয়া জমাদার, আব্দুল অহাব পেয়াদা, সেখ আক্কাস আলী।

চিংড়ীপোতা : হানিফ লস্কর, সেখ সামসুদ্দিন, সইদুল ইসলাম লস্কর, ইকবাল লস্কর, বারসেদ আলী লস্কর, সেখ রাশেদুল হক, সালাম লস্কর, আব্দুর রশিদ লস্কর, বাহাউদ্দিন লস্কর, সেখ ইসমাইল, সেখ আবদুল সঈদ।

নন্দরামপুর : আব্দুল খালেক মল্লিক, সেখ সুরাউদ্দিন, সেখ মইনুদ্দিন।

বজবজ : কুতবুদ্দিন লস্কর। ডাকঘর : সেখ মসহুর রহমান

শিব হুগলী : সেখ নওশাদ আলী। বামনী : মারুফা বেগম।

দৌলতপুর : সিরাজ ঘরামী, সাদেম আলী লস্কর।

বাবরাহাট : অজিত কুমার ঘোষ। আকড়া : রফিকুল হাসান।

☐ মেদিনীপুর ☐

দুর্গাচক : শক্তিপদ করণ।

☐ বর্ধমান ☐

মাহান্তুরা : এনামুল হোসেন।

॥ বিদেশ ॥

সেখ আব্দুল মোহায়মেন, ঢাকা / বাংলাদেশ।

সেখ আব্দুল মামিত খুলনা / বাংলাদেশ।

কৃষ্ণভূষণ মল্লিক, এসেক্স রো.ড. / লণ্ডন।

মধ্যযুগের কবি শাহ্ গরীবুল্লাহ্-র প্রতি
একালের পক্ষ থেকে আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলী

ক্রন্দসী
সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক চতুর্মাসিক পত্রিকা
সাদিক মহম্মদ কর্তৃক হাফেজপুর মুন্সীরহাট হাওড়া থেকে প্রকাশিত।

pdf By Syed Mostafa Sakib

হাওড়া জেলার মুন্সীরহাটের অনতিদূরে নাইকুলী গ্রামে কানা দামোদর বা কৌশিকী নদীর তীরে অবস্থিত কবির মাজার (সমাধিসৌধ) শরীফের আলোকচিত্র।

বর্দ্ধমান মহারাজের জনৈক দেওয়ান কতৃক সৌধটি ঊনিশ শতকের মাঝামাঝি কোনো এক সময়ে নির্মিত।

pdf By Syed Mostafa Sakib

With Best
Compliments Of

SUFAL CHANDRA HALDAR
Govt. Contractor
&
General Order Supplier

pdf By Syed Mostafa Sakib

VILL. & P. O.—SOUTH JHAPORDAH
DOMJUR
HOWRAH—711405

On behalf of SHAH GARIBULL .H SMRITIRAKSHA SAMITI edited and published by Sadique Muhammad.
Printed at Impression House Kanpur Howrah